মো. মাহবুবর রহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান

[আগের সংখ্যার পর]

৭. গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

গত পঞ্চাশ বছরে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো অধিকাংশই ব্যক্তি উদ্যোগে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের রচয়িতাদের অধিকাংশই সৌখিন লেখক। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ গ্রন্থ লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: বাংলাদেশি লেখক, ভারতীয় লেখক, পাকিস্তানি লেখক এবং অন্যান্য বিদেশি লেখক। বাংলাদেশি লেখকগণের মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন তাঁদের রচনার কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও গ্রন্থগুলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থগুলি রচয়িতাদের পেশার ভিত্তিতেও বিভক্ত করা যায়, যেমন : (ক) রাজনীতিবিদদের রচনাবলি, (খ) সামরিক অফিসারদের রচনাবলি, (গ) সাংবাদিকদের রচনাবলি, (ঘ) বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রচনাবলি, (ঙ) বুদ্ধিজীবীদের রচনাবলি, ইত্যাদি।

মুনতাসীর মামুন, ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, মো. কামরুল হুদা, এ. কে. এম. নাসিমুল কামাল, কাজী মামুন হায়দার, হাসিনা আহমেদ প্রমুখ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করছেন। তাদের প্রদত্ত তথ্যমতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রায় ৫,০০০টি বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[১] উপরে উল্লেখিত সংবাদপত্র-সাময়িকীভিত্তিক সংকলন গ্রন্থ (২ক থেকে ২ছ পর্যন্ত), সাক্ষাৎকারভিত্তিক সংকলন গ্রন্থ/পাণ্ডুলিপি (৩), প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে রচিত গ্রন্থ, (৪.ক (১) থেকে ৪.ক (৭) পর্যন্ত), গ্রুপ কিংবা ব্যক্তি উদ্যোগে রচিত ও সংগৃহীত দলিলপত্র ও সংকলিত গ্রন্থ (৪.খ(১) থেকে ৪.খ (২৬) পর্যন্ত) প্রভৃতি ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থগুলো বিষয়বিচারে আরও ২৫টি শ্রেণিতে[২] বিভক্ত করা যায়, যেমন, (১) সাধারণ (২) মুজিবনগর সরকার ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ (৩) গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু, ইত্যাদি প্রসংগ (৪) শহিদের জীবনী, বধ্যভূমি ও শহিদের স্মারক চিহ্ন সম্পর্কিত (৫) মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো, মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধ (৬) মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তি, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (৭) সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, ই.পি.আর., পুলিশ ও আনসার বাহিনীর অবদান (৮) মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান (৯) আদিবাসী, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভূমিকা (১০) মুক্তিযুদ্ধে বাম দলগুলোর ভূমিকা, (১১) মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকা (১২) গণমাধ্যম (সংবাদপত্র ও বেতার) এর ভূমিকা (১৩) ভারত, বৃহৎ শক্তিবর্গ, ইসলামি দেশগুলো ও জাতিসংঘের ভূমিকা, (১৪) শরণার্থী (১৫) রাজাকার, আলবদর, আলশামস, পিসকমিটি ও দখলদার বাহিনীর কার্যকলাপ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার (১৬) মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস (১৭) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা (১৮) মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র (১৯) উপন্যাস, ছোটগল্প, ছড়া-কবিতা, নাটক-সঙ্গীত এবং লোকগাঁথায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (২০) ডকুমেন্টারি এবং ফিল্ম (২১) চিত্রকলা, পোর্টেট, শহীদ স্মারক, ভাস্কর্য, ডাকটিকিট, পোস্টার (২২) মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ডায়েরি, চিঠিপত্র (২৩) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনগাঁথা (২৪) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পিএইচডি ও এম.ফিল থিসিস (২৫) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার তত্ত্ব, পদ্ধতি ও গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন, প্রভৃতি।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমে আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (১৯৯১) ৬৩৪টি বাংলা ও ২০১টি ইংরেজি গ্রন্থের তালিকা, মো. কামরুল হোদা ২৯৬টি বাংলা, ৩৭টি ইংরেজি গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ২৮২টি প্রবন্ধ/ফিচার-এর তালিকা, হাসিনা আহমদ ৫১৬টি বাংলা ও ৯০টি ইংরেজি গ্রন্থের তালিকা (সব গণহত্যা, নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধী বিচার সংক্রান্ত), কাজী মামুন হায়দার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ৩৭টি এমফিল ও ৪১টি পিএইচডি থিসিসের সঠিক গ্রন্থপঞ্জি (Annotated Bibliography), 'গবেষণামূলক ও গবেষণাধর্মী' শিরোনামে ২৯২টি, 'প্রবন্ধ সংকলন' শিরোনামে ২৯টি এবং 'তথ্য সংকলন' শিরোনামে ৬৪টি গ্রন্থের সঠিক গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া 'স্মৃতিকথা ও অন্যান্য' শিরোনামে ১৯২টি গ্রন্থতালিকা (সর্বমোট ৬৫৫টি থিসিস ও গ্রন্থের তালিকা) উপস্থাপন করেছেন। এ. কে. এম. নাসিমুল কামাল ৫৩৪৮টি গ্রন্থ, ৩৪টি পিএইচডি থিসিস, ৩৫টি এমফিল ও ১৮টি স্নাতকোত্তর থিসিসের উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া 'পাকিস্তানি ও পাকিস্তানপন্থীদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে ৮১টি গ্রন্থ তার গ্রন্থপঞ্জি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ২০১৪ সালে প্রকাশিত নাসিমুল কামালের গ্রন্থে আমরা মোট ৫,৫০৬টি গ্রন্থের শিরোনাম পাচ্ছি। এর মধ্যে পটভূমি (১৯৪৭-৭১) শিরোনামেই ৮১৬টি গ্রন্থ ও 'সাহিত্য মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে ১,৫৪০টি গ্রন্থ আছে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু শিরোনামেও ৬৩৫টি গ্রন্থ তাঁর গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর গ্রন্থপঞ্জি ২০১৪ সালে প্রকাশিত। গত ৬ বছরে আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে মুনতাসীর মামুন *মুক্তিযুদ্ধ : একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ* শীর্ষক গ্রন্থে (দেখুন ৪.খ.(১৬) মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত ১৩৭টি বাংলা ও ১২৩টি ইংরেজী গ্রন্থের তালিকা উপস্থাপন করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ তালিকা উপস্থাপন করা সম্ভব নয় বিধায় আমরা উল্লেখযোগ্য প্রায় ৯০০টি গ্রন্থ ও ৩৪টি পিএইচডি এবং ৩৯টি এমফিল থিসিসের তালিকা উপর্যুক্ত ২৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিচে উপস্থাপন করলাম।

৭.(১) সাধারণ

অজয় দাশগুপ্ত, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫

আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ : আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০।

আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৩।

আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, ৪ খণ্ড, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৫

এম. আর আখতার মুকুল, *জয় বাংলা*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০।

এম. আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

এ্যান্থনী মাসকারেনহাস-এর *বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড অবলম্বনে-বাংলাদেশ একটি রক্তাক্ত দলিল*, ঢাকা : বন্ধু প্রকাশনী, ১৯৮৭

কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, *স্বাধীনতা-৭১*, ঢাকা : অনন্যা, ১৯৯২।

গোলাম মুরশিদ, *যখন পলাতক : মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

জাফর ইমাম, বীর বিক্রম, *দাম দিয়ে কিনেছি এই স্বাধীনতা*, ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০১৬

ড. কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

ড. বিশ্বজিৎ ব্যাণার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, ঢাকা, ২০১৩।

ড: মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, কলিকাতা : এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৬।

ড. সাদত হুসাইন, *মুক্তিযুদ্ধের দিন-দিনান্ত*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯

নাদিরা মজুমদার (মূল : দুশান জ-বাভিতেল), *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র যার জন্ম ছিল অনিবার্য*, খুলনা : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৭।

ফজলুল বারী, *একাত্তরের আগরতলা*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭।

মঈদুল হাসান, *মূলধারা' ৭১*, ঢাকা ; ইউ.পি.এল, ১৯৮৬

মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষ্য*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৭

মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩

মেসবাহ কামাল, শ্রেণি দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা : কপোতাক্ষ, ১৯৮৪

মুনতাসীর মামুন, *সেইসব পাকিস্তানী*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯।

মুনতাসীর মামুন, *ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০১।

মুনতাসীর মামুন, *পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

মুনতাসীর মামুন, *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৫।

মুনতাসীর মামুন, *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন, বাঙালি, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১০।

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১০।

মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি ৫খণ্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৭।

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ১২ খণ্ড, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০৫।

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র-১*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১০।

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র-দুই*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১১।

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩নং সেক্টর*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১২।

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখা*, ঢাকা : সময় প্রকাশনী, ২০১৮।

রংগলাল সেন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ*, ঢাকা : ইউ.পি.এল. ২০১২

রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৯।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১৬

শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২

শাহরিয়ার কবির, *মুক্তিযুদ্ধের অহঙ্কার ও বিপর্যস্ত চেতনা*, ঢাকা, ২০০৫।

Blood, Archer. K., *The Cruel Birth of Bangladesh*, Dhaka: UPL, 2017.

Chowdhury, Kabir and Others (ed.), *A Nation is Born*, Calcutta : Calcutta University, 1974.

Garg, Capt. S. K. (Retd), *Spotlight Freedom Fighters of Bangladesh*, Dhaka : Academic Publishers, 1984.

Hafiz, Munwar, *Bangladesh 1971 : Dreadful Experiences*, Dhaka : Shahitya Prakash, 2017

Imam, Jahanara, *Of Blood and Fire : The Untokd story of Bangladesh's War of Liberation,* (Translated by Mustafizor Rahman), Dhaka : The University Press Ltd. 2010.

Islam, M Rafiqul, Bangladesh Liberation Movement International Legal Implications, 1987.

Islam Rafiqul, *A Tale of Millions : Bangladesh Liberation War-1971*, Dhaka : Muktadhara, 1974.

Mamooon, Muntassir, *The Vanquished Generals and the Liberation War of Bangladesh*, Dhaka: Somoy Prokashan, 2000.

Palit, Maj. Gen. D. K., *The Lightning Campaign : the Indo-Pakistan War, 1971*, Salisbury : Compton Press, 1972.

Saifullah, Maj. Gen. K.M., *Bangladesh at War*, Dhaka, 2015.

Salik, Siddiq, *Witness to surrender*, Karachi : Oxford Univ. Press, 1978.

Sinha K. K., *Bangladesh Revolution for Liberation*, Calcutta : Firma KLM, 1973.

৭.(২) মুজিবনগর সরকার ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ

আবুল ফজল, *দুর্দিনের দিনলিপি ও অন্যান্য চিন্তা*, চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৭২।

আলাউদ্দিন আল আজাদ, *ফেরারী ডায়েরী*, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৩।

আতিকুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত কথা*, ঢাকা : হোসনে আরা বেগম, ১৯৯০।

আবদুল খালেক, *জল্লাদের জিন্দান খানায়*, ঢাকা : চাঁদপুর বুক সেন্টার, ১৩৭৮ (বাংলা সন)।

এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৪।

এম. এ. হাসান (ডা.), *অবরুদ্ধ দেশ : অনিকেত জীবন*, ঢাকা : শুদ্ধস্বর, ২০১০।

জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা : সন্ধানী, ১৯৮৬।

জে. এফ. আর জ্যাকব (আনিসুর রহমান মাহমুদ (সম্পা.), *সারেন্ডার এট ঢাকা : একটি জাতির জন্ম*, ঢাকা: দি ইউ.পি.এল., ২০০৫।

নূরুল ইসলাম খান, *পাকিস্তানের আটক দিনগুলি*, ঢাকা : লিয়াকত পাবলিশিং, ১৯৭৭।

নাজিম মাহমুদ, *যখন ক্রিতদাস : স্মৃতি '৭১*, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স।

ফজলুর রহমান, *রক্তস্নাত বাংলা*, বরিশাল : ডলি-জলি প্রকাশনী, ১৩৭৮ (বাংলা সন)।

বি বি বিশ্বাস, *একাত্তরে মুজিবনগর*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

বেগম মুশতারী শফি, *স্বাধীনতার রক্তঝরা দিন*, চট্টগ্রাম : ইতামোশ, ১৯৮৯।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জার্নাল '৭১*, ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনী, ১৯৭৩।

মন্টু খান, *হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন*, মন্টু খানের '৭১-এর স্মৃতি, ঢাকা : উত্তরণ, ১৯৯০।

মো. আনোয়ারুল কাদির, *একাত্তরের নয় মাস*, ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৩।

মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জমান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

মুনতাসীর মামুন, *অবরুদ্ধ দেশে প্রতিরোধ*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১৬।

মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা : মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭।

রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩।

শওকত ওসমান, *স্মৃতি খণ্ড মুজিবনগর*, ঢাকা বিউটি বুক হাউস, ১৯৯২

শওকত ওসমান, *কালরাত্রি খণ্ড চিত্র*, ঢাকা : জগচ্চিত্র, ১৯৮৬।

শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা : বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫।

শেখ আবদুর রহমান, *জল্লাদের কবলে বাংলাদেশ*, ঢাকা : শেখ আবদুল ওয়াহিদ, ১৯৭২।

সাহিদা বেগম, *যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস*, ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩।

সেলিনা হোসেন, *একাত্তরের ঢাকা*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৯।

সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯।

সুকুমার বিশ্বাস, *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*, ঢাকা : সুবর্ণ প্রকাশনী, ২০০১।

Bhattacharjee, Arun, *Dateline Mujibnagar*, Delhi : Vikash Publishing House, 1973.

Wahab, Abdul, *One Man's Agony*, Dhaka : Muhammad Jahangir, 1972.

৭.(৩) গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু, ইত্যাদি প্রসংগ

অপূর্ব শর্মা, *চা বাগানে গণহত্যা : ১৯৭১*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৭১।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *গণহত্যা*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১৭।

আনোয়ার রহমান, *একাত্তর : নির্যাতনের কড়চা*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯২।

আনোয়ার কবির, *গণহত্যা*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০।

আবদুর রশীদ চৌধুরী, *বন্দি শিবিরে নয় মাস*, ঢাকা : কাশবন প্রকাশন, ১৯৭৩।

আবদুল খালেক (অধ্যাপক), *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বধ্যভূমি*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, গ।

আবদুল গণি চৌধুরী, *বাঙলার গণহত্যা*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭২।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *নারী নির্যাতনের কাহিনি*, বরিশাল : সুলভ পুস্তিকা, ১৯৭৩।

আর কে চৌধুরী, *বধ্যভূমির বিচ্ছিন্ন স্মৃতি*, ঢাকা : পারিজাত প্রকাশনী, ২০১০।

আরিফ রহমান, *ত্রিশ লক্ষ শহিদ বাহুল্য নাকি বাস্তবতা*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১৬

আশেক মাহমুদ (সম্পা.), *১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণহত্যা ও পাশবিক নির্যাতন*, ঢাকা : মোসাম্মৎ হাসিনা বেগম, ১৩৭৮ (বাংলা সন)।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৬

আহমদ রফিক, *একাত্তরে পাক বর্বরতার সংবাদভাষ্য*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১

আহম্মেদ শরীফ, *বাংলাদেশের গণহত্যা-নির্যাতন ১৯৭১*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০২১।

অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, *বাংলাদেশ লাহ্নিতা*, ঢাকা; অবসর, ১৯৭৩ (অনুবাদ : ডক্টর মযহারুল ইসলাম)

এম.এ. হাসান, *প্রসঙ্গ ১৯৭১ : মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০৬।

এম. অহিদুজ্জামান ড. (সম্পা.), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী হত্যা ১৯৭১*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ২০১৬।

ইফতেখার আমিন, *একাত্তরের গণহত্যা*, ঢাকা : শব্দশৈলী, ২০১৯।

কাজী হারুনুর রশিদ (সম্পা.), *'৭১-এর নারী নির্যাতন*, ঢাকা : দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৯১।

খালেক বিন জয়েনউদ্দীন (সম্পা.), *বাংলাদেশের গণহত্যা ১৯৭৯*, ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০১০।

জ্যোৎস্নারা খাতুন, *১৯৭১ : সাঁকোয়া গণহত্যা-নির্যাতন ও বধ্যভূমি*, খুলনা : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৮।

তপন কুমার দে, *বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ*, ঢাকা : রাবেয়া বুকস, ২০১৫

তপন কুমার দে, *গণহত্যা '৭১*, ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০০১।
তপন কুমার দে, *গণহত্যা একাত্তর : রমনা কালি মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৩।
তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে গণহত্যা*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৮৯।
তাজুল মোহাম্মদ, *বিভীষিকাময় একাত্তর*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫।
ফজলুর রহমান (ড.), *বাংলাদেশে গণহত্যা*, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০০।
ফজলুল কাদের কাদেরী, *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*, বাংলা অনুবাদ : দাউদ হোসেন, ঢাকা : সংঘ প্রকাশন, ২০০৩।
বশীর আল হেলাল (মূল উর্দু থেকে অনুবাদ), *একাত্তরের গণহত্যা : হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট*, ঢাকা ; দিব্য প্রকাশ, ২০০১
বাংলা একাডেমি, *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ*, ডিসেম্বর, ১৯৭৪।
বিপ্রদাস বড়ুয়া (সংকলন ও সম্পাদনা), *মুক্তিযুদ্ধের নির্যাতনের দলিল*, ঢাকা : বাংলাপ্রকাশ, ২০১৩।
বিলু কবির, *প্রামাণ্য সালাইউদ্দিন (বাঘের খাঁচার মুক্তিযোদ্ধার প্রাণোৎসর্গ)*, ঢাকা : গতিধারা, ২০১২
বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯২।
ভবেশ রায় (সম্পা.), *বাংলাদেশে গণহত্যার প্রামাণ্য দলিল*, ঢাকা : রাবেয়া বুকস, ২০১৫।
মফিদুল হক, *একাত্তরের গণহত্যার বিচার : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য*, ঢাকা ; বাংলাদেশ চর্চা, ২০১৬
মফিদুল হক, *জেনোসাইড নিছক গণহত্যা নয়*, ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ২০১১।
মফিদুল হক, *বাংলাদেশে গণহত্যা ও ন্যায়রথের অভিযাত্রা*, ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ২০১৬।
মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *উত্তরের গণহত্যা ১৯৭১*, ২০১৭।
মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *রেলওয়েতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা*, ঢাকা : নালন্দা, ২০১৮।
মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *'৭১-এর অল্পকথা* (লালমনিরহাটে গণহত্যার বিবরণ), ঢাকা : নালন্দা, ২০১৬।
মাসুদুল হক, *বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙন*, ঢাকা : সুচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭।

মিরাজ মিজু, *মিরপুরের ১০টি বধ্যভূমি*, ঢাকা : একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ২০১৮।
মো. জয়নাল আবেদীন (সম্পা.), *একাত্তরের বধ্যভূমি*, ঢাকা : পালক পাবলিশার্স, ২০১১
মো. সিরাজুল ইসলাম, *৭১ গণহত্যা, চারঘাট-বাঘা*, ঢাকা : শুদ্ধি প্রকাশ, ২০১০।
মোস্তাক হোসাইন, *একাত্তরে পাকবাহিনীর বন্দী শিবিরে*, ঢাকা: দিনরাত্রি, ১৯৮৯।
মোস্তফা হোসাইন, *নৃশংস একাত্তর*, ঢাকা : শব্দ শিল্প, ২০০৯।
মোহাম্মদ হাবীর রহমান, *একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যা কাহিনী*, ঢাকা : জয় প্রকাশন, ২০০৯।
মুনতাসীর মামুন, *১৯৭১, চুকনগরে গণহত্যা*, ঢাকা : বাংলাদেশ চর্চা, ২০১০।
মুনতাসীর মামুন, *১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন*, ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০১৪।
রফিক আহমদ, *একাত্তরের পাক বর্বরতার সংবাদভাষ্য*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০১।
রফিকুল ইসলাম, মেজর (পি.এস.সি.), বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।
রফিকুল ইসলাম, মেজর (পি.এস.সি.), *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা ১৯৭১*, ঢাকা : অনন্যা, ১৯৯৪।
রফিকুল ইসলাম, মেজর (পি.এস.সি), *ভয়াবহ গণহত্যা*, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশন, ১৯৯২।
রবার্ট পেইন (গোলাম হিলালী অনুদিত), *ম্যাসাকার : বাংলাদেশ-গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায়*, ঢাকা : দি ইউ.পি.এল., ১৯৯২।
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪।
লে. কর্ণেল (অব) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, *মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর কর্তৃক আলেম ধর্মপ্রাণ জনগণ হত্যা*, ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১
শফিউদ্দিন তালকুদার, *একাত্তরের গণহত্যা যমুনার পূর্ব-পশ্চিম*, ঢাকা : কথা প্রকাশ, কথা প্রকাশ, ২০১১

শায়েদা জাহিদী, *যুদ্ধদিনের বর্বরতা*, ঢাকা : রিদম প্রকাশন সংস্থা, ২০১৩।
শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, একাত্তরের ঘাতকদের হত্যাযজ্ঞ, খুলনা : গণহত্যা-নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৭
সানজিদা মুস্তাফিজ, *জনচেতনায় গণহত্যা ৭১*, ঢাকা : পার্ল পাবলিকেশনস, ২০১৩
সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরে বধ্যভূমি ও গণকবর*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।
হারুনুর রশিদ, *'৭১-এর নারী নির্যাতন*, ঢাকা : স্বাধীনতা, ১৯৯১।

গণহত্যা নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা (খুলনাস্থ গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত)।

অমল কুমার গাইন/আজগড়া গণহত্যা (খুলনা)
আইরিন আহমেদ সোহাগপুর গণহত্যা (শেরপুর)
আজরিন আফরিন/কেওয়ার গণহত্যা (মুন্সিগঞ্জ)
আজহারুল আজাদ জুয়েল/বহলা গণহত্যা (দিনাজপুর)
আজহারুল আজাদ জুয়েল/পশ্চিম রাজারামপুর গণহত্যা (দিনাজপুর)
আজহারুল আজাদ জুয়েল/ঝানজিরা গণহত্যা (দিনাজপুর)
আতিয়া আক্তার বানু/মুগরুল গণহত্যা (রাজশাহী)
আফরোজা পারভীন/তুলারামপুর গণহত্যা (নড়াইল)
আবুল বাশার/গাভা-নরেরকাঠী গণহত্যা (বরিশাল)
আব্দুর রাজ্জাক/তকিপুর গণহত্যা (রাজশাহী)
আমিনুর রহমান সুলতান/শালিহর গণহত্যা (ময়মনসিংহ)
আরিফুল হক/হরিপুর গণহত্যা (ফেনী)
আলী আকবর টাবী/কল্যাণপুর গণহত্যা (ঢাকা)
আহম্মেদ শরীফ/কালিগঞ্জ গণহত্যা (নীলফামারী)
আহম্মেদ শরীফ/গোলাহাট গণহত্যা (নীলফামারী)
আহম্মেদ শরীফ/বালারখাইল গণহত্যা (নীলফামারী)
আহম্মেদ শরীফ/ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যা (রংপুর)
ইমরান মাহফুজ/লালব্রিজ গণহত্যা (চুয়াডাঙ্গা)
এ কে এম কায়সারুজ্জামান/যোগীশো গণহত্যা (রাজশাহী)
এ. কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শ্রীপুর-গোনাপুর গণহত্যা (নোয়াখালী)
এম এ হালিম বিশ্বাস/বরগুনা জেলখানা গণহত্যা (বরগুনা)
গ্যালি বিনতে শিরিন/ভাতারমারী ইক্ষু ফার্ম গণহত্যা (ঠাকুরগাঁও)
গৌরাঙ্গ নন্দী/বাদামতলা গণহত্যা (খুলনা)
গৌরাঙ্গ নন্দী/দেয়াড়া গণহত্যা (খুলনা)
চৌধুরী শহীদ কাদের/মুজাফরাবাদ গণহত্যা (চট্টগ্রাম)
চৌধুরী শহীদ কাদের/পাহাড়তলী গণহত্যা (চট্টগ্রাম)
চৌধুরী শহীদ কাদের/উনসত্তরপাড়া গণহত্যা (চট্টগ্রাম)
চৌধুরী শহীদ কাদের/জগত্মপাড়া গণহত্যা (চট্টগ্রাম)
চৌধুরী শহীদ কাদের/বন্দর গ্রাম গণহত্যা (চট্টগ্রাম)
চৌধুরী শহীদ কাদেরী/নাথপাড়া ও আবদুর পাড়া গণহত্যা (চট্টগ্রাম)
জয়দুল হোসেন/বিটঘর গণহত্যা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)
জয়দুল হোসেন/ধর্মতীর্থ গণহত্যা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)
জহুরুল কাইয়ুম/কাশিয়াবাড়ী গণহত্যা (গাইবান্ধা)
তপন পালিত/লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা (সিলেট)
তপন পালিত/পাঁচগাঁও গণহত্যা (মৌলভীবাজার)
তানভীর সালেহীন ইমন/আয়লা-বিদ্যানগর গণহত্যা (কিশোরগঞ্জ)
তাসনীম আলম/মোহাম্মদপুর-গান্ধী আশ্রম গণহত্যা (নোয়াখালী)
দেলোয়ার হোসেন/বড় রেলস্টেশন গণহত্যা (চাঁদপুর)
দিব্যদ্যুতি সরকার/রংপুর গণহত্যা (খুলনা)
দিব্যেন্দু দ্বীপমালাকারটোলা গণহত্যা (ঢাকা)
নজরুল ইসলাম মন্ডল/তাহেরপুর গণহত্যা (রাজশাহী)
নাজমুন নাহার লাইজু/খাদিমনগর চা-বাগান গণহত্যা (সিলেট)
নাজমুন নাহার লাইজু/তারাপুর চা-বাগান গণহত্যা (সিলেট)
নূর নবী/গোপালপুর গণহত্যা (নোয়াখালী)
বিষ্ণুপদ বাগচী/আব্দুল রসুলপুর-বাঁশবাড়িয়া গণহত্যা (বাগেরহাট)
বিষ্ণুপদ বাগচী/ডাকরা গণহত্যা (বাগেরহাট)
মামুন তরফদার/গোড়ান সাটিয়াচড়া গণহত্যা (টাঙ্গাইল)
মামুন তরফদার/ছাব্বিশা গণহত্যা (টাঙ্গাইল)
মামুন সিদ্দিকী/বেলতলী গণহত্যা (কুমিল্লা)
মামুন সিদ্দিকী/কুমিল্লা পুলিশ লাইন্স গণহত্যা (কুমিল্লা)
মাসুদ রানা/কোদালিয়া শহিদনগর গণহত্যা (ফরিদপুর)
মাহফুজুর রহমান/চড়িয়া শিকা (সিরাজগঞ্জ)
মিঠুন সাহা/হাতিয়া গণহত্যা (কুড়িগ্রাম)
মিঠুন সাহা/শংকর মাধবপুর গণহত্যা (কুড়িগ্রাম)
মুক্তা আখতার/গোসাইরচর গণহত্যা (মুন্সিগঞ্জ)

মুনতাসীর মামুন, ১৯৭১ : *গণহত্যা ও নির্যাতন*, ২০১৪।
মুনতাসীর মামুন, *গণহত্যার নতুন হিসাব*।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.)/চুকনগর গণহত্যা (খুলনা)
মুনিরা জাহান সুমি/কাঠিপাড়া গণহত্যা (ঝালকাঠী)
মুনিরা জাহান সুমি/বেশাইনখান গণহত্যা (ঝালকাঠী)
মুনিরা জাহান সুমি/রমানাথপুর গণহত্যা (ঝালকাঠী)
মুনিরা জাহান সুমি/গাবখান গণহত্যা (ঝালকাঠী)
মিতা চক্রবর্তী/জলাপুকুর পাড় গণহত্যা (দিনাজপুর)
মো. গোলাম সারওয়ার/হরিপুর গণহত্যা (রাজশাহী)
মো. নুরুল ইসলাম/চকরাখালী গণহত্যা (খুলনা)
মো. নুরুল হুদা/পঞ্চগড় জেলা পরিষদ ডাকবাংলো গণহত্যা (পঞ্চগড়)
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমদ/তৈলকুপি গণহত্যা (কুমিল্লা)
মো. মাসুদুর রহমান/ওয়াপদা গণহত্যা (বরিশাল)
মো. মাহবুবর রহমান/উত্তরবঙ্গ চিনিকল গণহত্যা (নাটোর)
মো. রোকনুজ্জামান খান/জগৎপুর গণহত্যা (শেরপুর)
মো. হেলাল উদ্দিন/কালেমারী গণহত্যা (দিনাজপুর)
মো. মিজানুর রহমান/চৌপুকুড়িয়া মাঝাপাড়া গণহত্যা (দিনাজপুর)
মো. সাইফুদ্দীন এমরান/বৈরী হরিণমারী গণহত্যা (গাইবান্ধা)
মোতাহার হোসেন মাহবুব/কৃষ্ণপুর-ধনঞ্জয় গণহত্যা (কুমিল্লা)
মৌসুমী রহমান/আতাইকুলা গণহত্যা (নওগাঁ)
মৌসুমী রহমান/দোগাছি গণহত্যা (নওগাঁ)
মৌসুমী রহমান/সরোজগঞ্জ বাজার গণহত্যা (চুয়াডাঙ্গা)
মৌসুমী রহমান/পাকুড়িয়া গণহত্যা (নওগাঁ)
রেহানা পারভীন/ওয়াপদা কলোনি-খেয়াঘাট গণহত্যা (ভোলা)
যাহিদ সুবহান/লক্ষ্মীপুর গণহত্যা (পাবনা)
রকিব সিদ্দিকী/রেলস্টেশন মাদ্রাসা গণহত্যা (যশোর)
রুবি আফরোজ/দৌমোহনী ঘাট গণহত্যা (দিনাজপুর)
শংকর মল্লিক/ঝাউডাঙ্গা গণহত্যা (সাতক্ষীরা)
শহীদুল ইসলাম খন্দোকার/ছুটি খাঁ দিঘি গণহত্যা (চট্টগ্রাম)
শান্তা পত্রনবীশ/বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা (ময়মনসিংহ)
শাপলা খাতুন/পারকোল গণহত্যা (নাটোর)
শামীমা ওয়াদুদ/মাঝাডাঙ্গা গণহত্যা (দিনাজপুর)
শাহীন আলম/চড়ারহাট গণহত্যা (দিনাজপুর)

শিরীনা পারভীন/তালাইমারী, রানীনগর ও রামচন্দ্রপুর গণহত্যা (রাজশাহী)
সত্যজিৎ রায় মজুমদার/দামেরখণ্ড গণহত্যা (বাগেরহাট)
সত্যজিৎ রায় মজুমদার/বাজুয়া গণহত্যা (খুলনা)
সত্যজিৎ রায় মজুমদার/শ্রীধাম লক্ষ্মীখালি গণহত্যা (বাগেরহাট)
সুমা কর্মকার/চৌকিরপাড় গণহত্যা (নাটোর)
সুস্মিতা দাস/হরিণাগোপাল-বাগবাটী গণহত্যা (সিরাজগঞ্জ)
সুস্মিতা দাস/বরইতলা গণহত্যা (সিরাজগঞ্জ)
সুরাইয়া আক্তার/ডাঙ্গা গণহত্যা (নরসিংদী)
সৈয়দ মো. আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী/সাঁকোয়া গণহত্যা (রাজশাহী)
হাফিজ আহমেদ বিলমাড়ীয়া বাজার গণহত্যা (নাটোর)
হারেছ উজ-জামান/বরইতলা গণহত্যা (কিশোরগঞ্জ)
হিমু অধিকারীকাঠিরা গণহত্যা (বরিশাল)
হৈমন্তী শুক্লা কাবেরী/বিড়ালদহ গণহত্যা (রাজশাহী)
হোসনে আরা খানম/বাগধানী-পালপাড়া গণহত্যা (রাজশাহী)

গণহত্যা জেলা জরিপ (খুলনাস্থ গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত)

অনুপ কুমার মন্ডল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : নড়াইল জেলা*
অমল কুমার গাইন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : খুলনা জেলা
আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : লালমনিরহাট জেলা*
আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : নওগাঁ জেলা*
আলী ছায়েদ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : পঞ্চগড় জেলা*
আলী ছায়েদ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : গাজীপুর জেলা*
আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : নীলফামারী জেলা*
আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : বগুড়া জেলা*
চৌধুরী শহীদ কাদের, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা*
জগন্নাথ বড়ুয়া, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : কক্সবাজার জেলা*
জয়দুল হোসেন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা*
জহুরুল কাইয়ুম, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : গাইবান্ধা জেলা*
তপন পালিত, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : মৌলভীবাজার জেলা*
ফাহিমা খাতুন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : সাতক্ষীরা জেলা*

মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : বরিশাল জেলা*
মাহফুজুর রহমান, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : সিরাজগঞ্জ জেলা*
মামুন তরফদার, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : জামালপুর জেলা*
মামুন তরফদার, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : টাঙ্গাইল জেলা*
মোঃ আব্দুস ছালম, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : ঠাকুরগাঁও জেলা*
মো. রোকনুজ্জামান ও শিউলী খাতুন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : পাবনা জেলা*
মো. মাহবুবর রহমান ও তাহসিনা শারমিন গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : রাজশাহী জেলা
মো. মাহবুবর রহমান, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা*
মোছা. আক্তার বানু, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : কুড়িগ্রাম জেলা*
মোজাম্মেল বিশ্বাস, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা*
রেহানা পারভীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : ভোলা জেলা*
রীতা ভৌমিক, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : নারায়ণগঞ্জ জেলা*
শংকর কুমার মল্লিক, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : যশোর জেলা*
সাহাদাত পারভেজ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : মুন্সিগঞ্জ জেলা*
সুমা কর্মকার, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : নাটোর জেলা*
Afroz, Tureen (Edited), *Genocide, War Crimes & Crimes Against Humanity in Bangladesh*, Dhaka : Forum for Secular Bangladesh and Trial of War Criminals of 1971, 2010.
Ahmed Naziruddin, *Trial of Collaborators*, Dhaka : Book Society, 1972.
Ahmed Sharif (Edited), *Genocide '71*, Dhaka : Dana Publishers, 1987.
Ahmed, Imtiaz, *Historicizing 1971 Genocide : State Versus Person*, Dhaka : UPL, 2009.
Arefin, A.S.M. Shamsul (Complie and Edited), *Collaborator of 1971*, Dhaka : Bangladesh Research and Publications.
Chaudhuri, Kalyan, *Genocide in Bangladesh*, Bombay : Orient Longman, 1972.
Gupta, Sukhranjan Das, *Midnight Massacre in Dacca*, New Delhi : Vikas, 1978.

Haque, Mofidul, *Bangladesh Genocide 1971 and the Quest for Justice*, Dhaka : Liberation War Museum, 2009.
Hasnat, Abul, *The Ugliest Genocide in History*, Dhaka : Muktadhara, 1974.
Imam, Jahanara, *Of Blood and Fire*, Dhaka : Charulipi Prokashona, 2018.
Islam, Mijor Rofiqul, Genocide in Bangladesh : Harrowing Accounts of Some Eye-Witness and the Extracts from the Press, Dhaka : Shelley Press, 1991
Islam, Rafiqul (Maj. PSC), *Genocide in Bangladesh : Harrowing Accounts of Some Eye-Witness and the Extracts from the Press*, Dhaka : Upoma Prokashani, 1991.
Kabir, Shahriar (Edited), *Condemnation of Genocide '71 in Pakistan*, Dhaka: Forum for Secular Bangladesh and Trial of War Criminals of 1971, 2017.
Kamal, A K M Nasimul, *Bangladesh Genocide 1971*, Chittagong : Barna Bithi Prokashan, 2009.
Kerrigon, Frank, *Twenty Years After the Genocide in Bangladesh*, Levittown, Alpine Printing and Publishing group. 1994
Mamoon, Muntassir (ed.), *1971 Chuknagar Genocide*, Dhaka : UPL, 2011.
Mamoon, Muntassir and Rahman, Mahabubar, *Media and the Liberation War of Bangladesh*, Vol. No. 11, Dhaka : Ananya, 2010.
Mascarenhas, Anthony, *Bangladesh A Legacy of Blood*, London : Hodder and Stoughton, 1986.
Mascarenhas, Anthony, *The Rape of Bangladesh*, New Delhi : Vikas Publishing House, 1973.
Mohon, Jag (ed.), *The Black Book of Genocide in Bangladesh*, Delhi : Geeta Book Centre, 1971.
Nasimul Kamal, AKM, *Genocide in Bangladesh 1971*, Dhaka : Engg. Md. Mehedi Hasan, 2015

Payne, Robert, *Massacre*, New York : The Macmillan Company, 1973.

Quaderi, Fazlul Quader, *Bangladesh Genocide and World Press,* Dhaka : Amatul Quaderg 1997

Rahman, Wali-ur, *A Brief History of the Framing of the International Crimes (Tribunals) Act, 1973,* Dhaka : Bangladesh Heritage Foundation, 2011.

Roy, A, *Genocide of Hindu and Buddhists in East Pakistan and Bangladesh, 1947-1981,* Delhi : Kranti Prokashan.

Saikia, Yesmin, Women, *War, and the Making of Bangladesh, Remembering 1971,* London : Duke University Press, Durham and London.

Sharif, Dr. Ahmed, *Genocide 71 : An Account of the Killers and Collaborators,* Dhaka : Muktijuddha Chetana Bikash Kendra, 1987

বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু

অপূর্ব শর্মা, *বীরাঙ্গনা কথা*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩।

উদিসা ইসলাম, *বীরাঙ্গনার জীবনযুদ্ধ*, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৮।

ড. শেখ আব্দুস সালাম, *বীরাঙ্গনার আত্মকথন*, ঢাকা : একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৬

নজরুল কবীর, *যুদ্ধ শিশু'৭১*, ঢাকা : স্বপ্নীড়, ২০০৩

নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১১।

মনোয়ারা বেগম, *রংপুর অঞ্চলের নারী শহীদ, যোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা*, ঢাকা : আইডিয়া প্রকাশন, ২০১৮।

মুস্তফা চৌধুরী, *৭১-এর যুদ্ধশিশু অবিদিত ইতিহাস,* ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ২০১৬

মো: আল আমিন রহমান, *বীর মাতাদের বোবা কান্না*, ২০১৮।

মোহাম্মদ আলী আক্কাছ নূরানী, *বীরাঙ্গনা*, ঢাকা : দিলরুবা বেগম, ১৯৮৫।

শফিকুল ইসলাম (কাজল), *একাত্তরের বীরাঙ্গনাদের জবানী*, ঢাকা : দেশের কথা পাবলিকেশন, ২০১১।

শরীফা বুলবুল, *বীরাঙ্গনা নয় মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা : বলাকা প্রকাশন, ২০১৬।

শাহজাদা এমরান, *বীরাঙ্গনার কথা*, কুমিল্লা : মনন প্রকাশনী, ২০১৬।

শেখ আবদুস সালাম ও শিল্পী বেগম, *বীরাঙ্গনার আত্মকথা*, ঢাকা : একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৬।

সাজ্জাদ হোসেন, ৭১-এর বীরাঙ্গনা, ঢাকা : নন্দিতা প্রকাশ, ২০০৯।

সুরমা জাহিদ, *এই সংগ্রামে আমিও : আদিবাসী বীরাঙ্গনা*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৪।

সুরমা জাহিদ, *১৯৭১ সম্ভ্রম হারানো নারীদের করুণ কাহিনী*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৩।

সুরমা জাহিদ, *একাত্তরে নির্যাতিতা নারীদের ইতিহাস*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৪।

সুরমা জাহিদ, *একাত্তরের যুদ্ধে নির্যাতিতা নারী*, ঢাকা : অনিন্দ প্রকাশ, ২০১৮।

সুরমা জাহিদ, *বীরাঙ্গনা সমগ্র*, ৪খণ্ড, ঢাকা : অনিন্দ প্রকাশ, ২০১৮।

সুরমা জাহিদ, *বীরাঙ্গনাদের কথা*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০।

সুরমা জাহিদ, *সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বদেশ*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬।

Chowdhury, Mustafa, *Unconditional Love: Story of Adoption of 1971 War Babies,* Dhaka : Academic Publishers, 2016

Mamoon, Muntassir, *Birangona 1971 Saga of the Violated Women,* (Translate by Syed Tanveer Nasrin, Dhaka : Journeyman Books, 2017.

Zahid, Surma (Translated by Abdus Selim), *Violated 1971,* Dhaka : Bangla Academy, 2014.

৭.(৪) শহীদের জীবনী, বধ্যভূমি ও শহীদের স্মারক চিহ্ন সম্পর্কিত

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী,* ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ১৯৯৮

আসলাম সানি, *শত শহীদ বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১৭।

এস.এম রইজ উদ্দিন আহম্মদ, *বীরশ্রেষ্ঠ গাথা*, ২০১২।

কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক, *শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জীবনী গ্রন্থমালা* (৩খণ্ড)। খুলনা : গণহত্যা : নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৭

জাহিদ রহমান, *মাগুরার শত শহীদ*, ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০১৫।

ডক্টর মযহারুল ইসলাম (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩

বায়জিদ খুরশীদ রিয়াজ, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক : জীবন কোষ*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১।
মনসুর আহমদ খান (সম্পাদিত), *জীবন্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মজিবর রহমান দেবদাস*, ২০০১।
মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক স্মৃতিকথা, ঢাকা: রক্তঋণ, ১৯৯২
মো: শাহ্ আলমগীর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শহীদ সাংবাদিক*, ২০০৫।
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮৯।
শ্যামলী চৌধুরী, *একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১
সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ, *একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা : পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১৭।

৭.(৫) মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধ (আরও দ্রষ্টব্য ৭. (৭) এবং ৭ (১৭)নং অংশ)

আবু ওসমান চৌধুরী (লে. কর্ণেল, অব.), *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা : সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১।
আবু সাইয়িদ (অধ্যাপক), *মুক্তিযুদ্ধ : উপেক্ষিত গেরিলা*, ঢাকা : চারুলিপি, ২০১০
আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ*, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৯১।
আমীরুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *শত মুক্তিযোদ্ধার কথা*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩
এম. এ. জলিল (মেজর), *সীমাহীন সমর*, ঢাকা : জনতা প্রকাশনী, ১৯৭৪।
এম.এ. হামিদুল্লাহ্ খান বীর প্রতীক, *একাত্তরের উত্তর রণাঙ্গন*, ঢাকা : বর্ণতরু, ২০০৫।
এম.এ. হামিদুল্লাহ্ খান বীর প্রতীক, *একাত্তরে নবম সেক্টরে যুদ্ধ*, ঢাকা : বর্ণতরু, ২০০৫।
এম. আর আখতার মুকুল, *ওরা চারজন*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৭
এস. আই. এম. নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (লে. কর্ণেল), *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী*, ঢাকা : কলম্বিয়া প্রকাশনী, ২০০০।
ওহিদুর রহমান, *মুক্তি সংগ্রামে আত্রাই*, ঢাকা : সংহতি, ২০১২।

ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, *মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধকথা*, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০৭।
কর্ণেল মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (অব.) বীর প্রতীক, *একাত্তরের একজন মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: যুক্ত, ২০০৯
কাউছার ইকবাল, *রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা*, ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ, ২০০৫
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *রংপুর সেনানিবাসে দুঃসাহসিক আক্রমণ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১১।
খান চমন-ই-এলাহি, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী*, ঢাকা: সাহিত্য দেশ, ২০১১
গোলাম কিবরিয়া ভুইয়া, *দিনলিপি* ১৯৭১, চট্টগ্রাম শিশির বিন্দু, প্রকাশনী, ২০১৩
গোলাম মোস্তফা, *যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি*, ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন গুয়ার স্টাজিজ, ২০১৫
জাহিদ রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে আকবর বাহিনী শত যোদ্ধার স্মৃতিকথা*, ঢাকা : তরফদার প্রকাশনী, ২০১৩।
জেসমিন আমিন, *একাত্তরের কথা*, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৫
ডা. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ*, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩
নূর-ই-এলাহী, *স্মৃতি ভাস্কর উত্তরপূর্ব রণাঙ্গন*, ঢাকা: গ্রন্থকার, ২০১১
ফারুক নওয়াজ, *১৯৭১ রক্তঝরা রণাঙ্গন*, ঢাকা: দি রয়েল পাবলিশার্স, ২০১৫
বিপ্রদাস বড়ুয়া, *মুক্তিযোদ্ধারা*, ঢাকা: গ্রন্থলোক, ১৯৯১
মামুন মুস্তাফা, *একাত্তরের এলিজি*, ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১৩
মাহবুব আলম, *গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।
মিজানুর রহমান মিজান, *মুক্তিযুদ্ধের ওহিদুর বাহিনী*, খুলনা : ১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন, আর্কাইভস্ ও জাদুঘর ট্রাস্ট।
মেজর এটি এম হামিদুল হোসেন বীর বিক্রম পিএসসি, *জলছবি ৭১*, ঢাকা: মিসেস শামীম, ২০০০
মেজর তারেক বীর বিক্রম পিএসসি, *জলছবি ৭১*, ঢাকা: জলছবি প্রকাশন, ২০১৫
মেজর মোখলেছুর রহমান (অব.), *একাত্তরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম*, ঢাকা ; আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬

মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫
মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন ১৯৭১*, ঢাকা : সুচয়ন পাবলিশার্স, ১৯৯৩
মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধে রণকৌশল*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬
মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *উত্তর জনপদে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬
মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *দক্ষিণ রণাঙ্গন ১৯৭১*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৩
মেজর রফিকুল ইসলাম, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনি, ১৯৯১।
মুজিবুল হক, *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী*, ঢাকা : মুক্তাদেশ প্রকাশন, ২০১৩।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *একাত্তরের বিজয় গাঁথা*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২
মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, ঢাকা : ইউপিএল, ২০০৬।
মুহম্মদ আনোয়ার আলি, *গন্তব্যের গেরিলারা*, ঢাকা: চারুলিপি, ২০০৮
মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রক্তাক্ত রণাঙ্গন*, সাবসেক্টর হাকিমপুর টু বাঁকড়া, যশোর, যগ্রী প্রকাশন, ২০১৫
মুহাম্মদ লুৎফুল হক (সম্পা.), *কামালপুর ১৯৭১ : সম্মুখযোদ্ধা এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি সময় বিশেষজ্ঞদের কথা*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২
মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *মুক্তিযুদ্ধে ২নং সেক্টর এবং কে ফোর্স*, ঢাকা : প্রথম প্রকাশন, ২০১৩।
মো. কামরুজ্জামান (অধিনায়ক শৈলকুপা বাহিনী), *রক্তে রাঙা বিজয়-৭১*, ঢাকা: মো. ওয়াহিদুজ্জামান (ওয়াহিদ), ১৯৯৬
মো: নওশের আলী, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের আর্টিলারী বাহিনী ও আমার মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৯
মোজাম্মেল হক নিয়োগী, *একাত্তরের কিশোর যোদ্ধারা*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৬
মোস্তফা হোসাইন, *একাত্তরের বীর কিশোর*, ঢাকা: অবসর, ২০১৪

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে আফছার ব্যাটালিয়ান*, ময়মনসিংহ : আজাদ প্রেস, ১৯৭২।
রফিকুল ইসলাম, *বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩
রফিকুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ : এগারটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী, ঢাকা: স্বরবৃত্ত প্রকাশন, ২০১১।
রফিকুল ইসলাম, পিএসসি., *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে*, ঢাকা: ইউ.পি.এল ১৯৮৮
রফিকুল ইসলাম, *রণাঙ্গনে জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স*, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশন, ১৯৯২।
রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের গেরিলাযুদ্ধ*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯২।
রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।
লে. কর্ণেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা : সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১
শাহরিয়ার কবির, সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন, *মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা*, ঢাকা ; মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৬
শাহরিয়ার কবির, *মুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দী ইতিহাস*, ঢাকা : অনন্যা, ১৯৯৯।
সাহাদত হোসেন খান, *২৬৭ দিনের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৬
হারুন হাবিব (সম্পা.), *প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ*,, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১
হারুন হাবিব, *জনযুদ্ধের উপাখ্যান*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩
Lt. Gen. JFR Jacob, *Surrender at Dacca : Birth of a Nation*, Dhaka : UPL, 1997
Major. K. M. Safiullah, *Bangladesh at War*, Dhaka : Academic Publishers, 1989

৭.(৬) মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা : সময় প্রকাশ, ২০১২
এম. আর আখতার মুকুল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮

কাবেদুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে সিএসপি ও ইপিসি এস অফিসারদের ভূমিকা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬
চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিকিৎসা সহায়তা*, ২০১৯।

৭.(৭) সেনাবাহিনী, ই.পি.আর., পুলিশ ও আনসার বাহিনীর অবদান (আরও দ্রষ্টব্য ৭.(৫)নং অংশ)

এ এস এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা*, ২খণ্ড, ঢাকা: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ২০১২।
কমান্ডো মো. খলিলুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ, নাবিক ও নৌ-কমান্ডোদের জীবন গাঁথা*, ঢাকা : শিরীন রহমান, ২০০১
জালাল উদ্দিন, মুক্তিযুদ্ধের নৌসেনানী, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০।
ড. শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনী*, ঢাকা: জনপ্রিয় প্রকাশনী, ২০০৯
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনী*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৩।
মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধে নৌকমান্ডো*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯২
মো. খলিলুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।
মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, মুক্তিযুদ্ধে নৌকমান্ডো, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৫।
শ. জামান, *একাত্তরের বিমান বাহিনী*, ঢাকা : মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ, ২০১১
সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

৭.(৮) মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

আয়াত আলী পাটোয়ারী, *মুক্তিযুদ্ধের কন্যা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০১
জেব উন নেছা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৫
জোবইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নারী*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০৮।
জোবাইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য নারী*, ঢাকা : শব্দশেলী, ২০০৭।
তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।
বেগম মুশতারী সাফী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম ও নারী*, চট্টগ্রাম : প্রিয়ম প্রকাশনী, ১৯৯২।
মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০০১।
মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ২০০০
রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা : আইইডি, ২০০৬।
শওকত আরা হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।
শাহনাজ পারভীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭
সাইদুজ্জামান রওশন, *একাত্তরের অগ্নিকন্যা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭
সাহেদ মন্তাজ ও কুতুব আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে নারী গাথা*, ঢাকা: রাবেয়া বুকস, ২০১৫
সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : নারী*, ৩খণ্ড, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৭

৭.(৯) আদিবাসী, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভূমিকা

আইয়ুব হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩।
আইয়ুব হোসেন, চারু হক, *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৮
জগন্নাথ বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমিকা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম*, ২০১৭।
দীপংকর মোহান্ত, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০
প্রণব কুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮
প্রমথ গ্রুপ্ত, *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী (ময়মনসিংহ)*, ঢাকা : মনীষা গ্রন্থাগার, ১৯৮২।
মিথুশিলক মুরমু, *মহান মুক্তিযুদ্ধে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের অবদান*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১০।
মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসি, *অশ্রু সাগরে মিলিত প্রাণ: মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা-জনগোষ্ঠী*, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০০৮
লে. কর্ণেল এস আই এম নূরন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *মংরাজার মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: কলম্বিয়া প্রকাশনী, ২০০১
শফিউদ্দিন তালুকদার, *বাংলাদেশের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১০।

৭.(১০) মুক্তিযুদ্ধে বাম দলগুলোর ভূমিকা

আলাউদ্দিন মোল্লা, *নকশাল বাড়ি আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ২০১৮।

ড. মাহবুবুল হক (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে প্রগতি যোদ্ধা*, ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়ন বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ২০১১।

বদরুদ্দীন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙলাদেশে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬

মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন*, ২০১৮।

মেসবাহ কামাল (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, ঢাকা: গণ প্রকাশনী, ২০০১।

মৃদুল গুহ, *মুক্তিযুদ্ধে বাম ধারা*, চট্টগ্রাম : আলো প্রকাশনী, ২০১২।

শেখ আবদুল জলিল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাম প্রগতিশীল শক্তি*, ঢাকা: ঢাকা প্রকাশনী, ২০০০।

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআইএম ও গণশক্তি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১।

হায়দার আকবর খান রনো, *মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা*, ২০১৮।

৭.(১১) মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকা

অধ্যক্ষ আবুল হোসেন সরকার, *আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের অবদান*, ঢাকা: অর্পিতা প্রকাশনী, ২০১৩

আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা : ইউপিএল, ২০১২।

আবদুল মতিন, *স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি*, ঢাকা : অনন্যা, ১৯৯৭।

ড: খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা, ১৯৯৮।

মুনতাসীর মামুন, *ভিনদেশীদের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১৯।

মো: মুমিনুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে ফ্রগমান*, ২০০১।

শেখ আবদুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীদের অবদান*, ঢাকা : জ্যোস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

সোহরাব হাসান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের ভূমিকা*, ১৯৯৯।

৭.(১২) গণমাধ্যম (সংবাদপত্র ও বেতার) এর ভূমিকা (২নং এ সংবাদপত্র সাময়িকী দ্রষ্টব্য)

ডা. এম. সুলতান উল আলম (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র*, চট্টগ্রাম : আবির প্রকাশন, ২০১১

ডা. জাহিদ হোসেন প্রধান (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৭

বেলাল মোহম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৩

মুহাম্মদ শামসুল হক, *স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং বেতার ঘোষণার ইতিবৃত্ত*, ১৯৯৯।

হাসান শাহরিয়ার, *নিউজ উইক এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিজয় এবং তারপর*, ২০১৯।

হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধের পত্র পত্রিকা*, ঢাকা : আই.সি.বি.এস., ২০১১।

৭.(১৩) ভারত, বৃহৎ শক্তিবর্গ, ইসলামি দেশগুলোর ভূমিকা ও জাতিসংঘের ভূমিকা

আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, ঢাকা : নবরাগ প্রকাশনী, ২০১৪

আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ*, ঢাকা ; বাংলা একাডেমি, ২০১৪

আবু সাইয়িদ, *মুক্তিযুদ্ধ সিক্রেট ডিপ্লোম্যাসি*, ঢাকা ; সূচীপত্র, ২০১২

আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইন্দিরা গান্ধী*, ঢাকা: সুবর্ণ,২০১৭

ড. চৌধুরী শহীদ কাদের, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিকিৎসা সহয়তা, ২০১৯।

তপন কুমার দে, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

ফজলুল বারী, *একাত্তরের কলকাতা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩

মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে র' এবং সি আইএ*, ঢাকা: মাহমুদ কলি, ১৯৯০

মেজর রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভারত, রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫

মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৪

সালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, ঢাকা : অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১২।

সিরু বাঙালি, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : বহির্বিশ্বে শত্রু-মিত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১।

৭.(১৪) শরণার্থী

অনুজ রায়, *স্মৃতিতে শরণার্থী শিবির : ১৯৭১*, ঢাকা, ২০১০।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৯।

চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিপুরা শরণার্থী, সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষ*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৬।

মুহম্মদ আনোয়ার আলী, *শরণার্থী শিবির ১৯৭১*, ঢাকা: নালন্দা, ২০১১।

মুহম্মদ আনোয়ার আলি, *একাত্তরের উদ্বাস্তু*, ঢাকা: মুক্তদেশ, ২০১৬।

মিহির সেনগুপ্ত, *শরণার্থীর মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা ; কাগজ প্রকাশন ২০১৫।

মো. মিজানুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের শরণার্থীদের ক্যাম্পের স্মৃতি*, ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৯।

মো: সোনাউল হক ও অন্যান্য, *১৯৭১ রাজশাহী জেলার শরণার্থী*, খুলনা : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৮।

সুখেন্দু সেন, *শরণার্থী ৭১*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১৭।

Ranabir Samaddar (Edited), *Refugees and the State : Practice of Asylum and Care in India 1947-2000*, New Delhi : Sage Publication, 2003.

৭.(১৫) রাজাকার, আলবদর, আলশামস, পিসকমিটি ও দখলদার বাহিনী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

আবদুল মান্নান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঘাতক দালাল প্রসঙ্গ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

আবু আল সাঈদ, *বাংলার রাজনীতিতে দালাল*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৭।

আবু সাইয়িদ (অধ্যাপক), *যুদ্ধাপরাধ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০৮।

আরিফ রহমান (সম্পাদনা), *মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ : কিছু বিভ্রান্তির জবাব*, ঢাকা : শব্দশৈলী, ২০১৮।

আলী আকবর টাবী, *দৈনিক সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০১১।

আসিফ নজরুল, *যুদ্ধাপরাধীর বিচার : জাহানারা ইমামের চিঠি*, ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০০৯।

ইখতেখার আমিন, *একাত্তরে রাষ্ট্রদোহিতার প্রামাণ্য দলিল : একাত্তরের দালালনামা*, ঢাকা : শব্দশৈলী, ২০১১।

উর্মি রহমান, *যুদ্ধাপরাধ দেশে দেশে*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিশার্স, ২০১১।

এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (বৃহত্তর কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর, পটুয়াখালি ও বরিশাল জেলা), ঢাকা : বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশনস, ১৯৯৯

এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা*, (ডিসে. ১৯৭১-মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), ঢাকা: বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশনস, ২০০১

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা*, ঢাকা : বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯।

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৮।

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধ ৭১, দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী*, ২০০৮।

ড. আহমদ শরীফ, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়*, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭

ডা. এম. এ. হাসান, *পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৭

ডা. এম. এ. হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ঢাকা : জেনোসাইড আরকাইভ এন্ড হিউম্যান সেন্টার, ২০০১।

ডা. এম. এ. হাসান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা*, ঢাকা : স্বরাজ প্রকাশনী, ২০০৮।

ডা. এম. এ. হাসান, *যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা ও বিচার প্রসঙ্গ*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০০৯।

ডা. এম. এ. হাসান, *প্রসঙ্গ ১৯৭১ : মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০৬।
ডা. এম. এ. হাসান, *'৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১০।
তপন পালিত, *মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভূমিকা*, খুলনা : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৭।
তপন পালিত, *মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন ১৯৭১-২০১৩*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৬।
ফরিদ কবির (অনুদিত), *মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক*, ঢাকা : পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৮।
ফরিদ কবির (সম্পা.), *যুদ্ধাপরাধী সাকা চৌধুরীর বিচার রায়ের পূর্ণ বিবরণ*, ঢাকা : পাবলিক সৌরভ, ২০১৫।
বিভুরঞ্জন সরকার, *যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : দারুচিনি প্রকাশনী, ২০১৩।
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।
মফিদুল হক, *একাত্তরের গণহত্যার বিচার : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০১৬
সাইদুজ্জামান রওশন, *১৯৭১ ঘাতক-দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি*, ঢাকা ; আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩
সুকুমার বিশ্বাস, *অবরুদ্ধ বাংলাদেশ পাকিস্তান, সামরিকজান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০১
মুনতাসীর মামুন, *শান্তি কমিটি ১৯৭১*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২।
মুনতাসীর মামুন, *আলবদর ১৯৭১*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১৩।
মুনতাসীর মামুন, *রাজাকারের মন*, ২খণ্ড, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, ২০০১।
মুনতাসীর মামুন, *বীরাঙ্গনা ১৯৭১*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৩।
মুনতাসীর মামুন, *বড় আলবদরদের কি হবে?*, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৬।
মুনতাসীর মামুন, *যে দেশে রাজাকার বড়*, ঢাকা : পার্ল পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪।
মুনতাসীর মামুন, *রাজাকার সমগ্র*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০৯।

মুনতাসীর মামুন, *মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার ও রাজনীতি*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৫।
মুনতাসীর মামুন, *যে সব হত্যার বিচার হয়নি*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০০।
মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ-মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ও ইতিহাসের অধিকার*, ঢাকা : একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ২০১৩।
শাহরিয়ার কবির, *গণআদালতের পটভূমি*, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩।
শাহরিয়ার কবির, *গণআদালত ও জাহানারা ইমাম*, ঢাকা : চারুলিপি, ২০১২।
শাহরিয়ার কবির, *মৌলবাদ ও যুদ্ধাপরাধ*, ঢাকা : অনন্যা।
শাহরিয়ার কবির, *সভ্যতার মানচিত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১১।
শাহরিয়ার কবির, *ঘাতকের সন্ধানে*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৫।
শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, ঢাকা : একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ২০০৭।
শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০০।
শাহরিয়ার কবির, *যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং নাগরিক সমাজের আন্দোলন*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১২।
শাহরিয়ার কবির, *যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও জামায়াতের অপরাজনীতি*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪।
শাহরিয়ার কবির, *যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ৪২ বছরের আন্দোলন*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০৮।
শাহরিয়ার কবির, *যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১১।
শাহরিয়ার কবির, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১২।
শাহরিয়ার কবির, *যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ ও বিপক্ষ*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১০।
শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের ঘাতক ও দালাররা কে কোথায়*, ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭।
শাহরিয়ার কবির, *বাংলাদেশের গণহত্যা : আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিচার*, খুলনা : ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ২০১৪।

শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *একাত্তরের ঘাতক জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৯।

শাহরিয়ার কবির, *যুদ্ধাপরাধের বিচার নুরেমবার্গ থেকে ঢাকা*, ২০১৩।

শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাবধীদের বিচার*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।

Shahriar Kabir (Edited), *Condemnation of Genocide '71 in Pakistan*, Dhaka : Forum for Secular Bangladesh and Trial of War Criminals of 1971, 2017.

৭.(১৬) মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস (গণহত্যার জেলাজরিপ অংশ (৭.(৩) দ্রষ্টব্য)

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ৩খণ্ড, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯।

Bagerhat : (ড.) শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধে বাগেরহাট জেলা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫।

স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৬।

Barguna : এ্যাডভোকেট মো. নূরুল ইসলাম, *স্বাধীনতা তুমি বেঁচে থাক*, ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ২০১১।

Barisal : সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল: প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩।

হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭।

Bhola : কালাম ফয়েজী, *ভোলা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৫।

মাহফুজুর রহমান, *ভোলা দ্বীপের অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯।

Bogra: সেলিনা শিউলী, *বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৬।

Brahmanbaria : জয়দুল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১১।

মঈদুল হাসান ও অন্যান্য (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে কসবা : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯।

Chandpur : (ডা.) মো. দেলোয়ার হোসেন খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, ঢাকা: বেগম সামছুন্নাহার খানম, ২০০২।

Chittagong : নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড, ২০১৩।

জামাল উদ্দিন, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, ঢাকা: বলাকা প্রকাশন, ২০১৬।

বেগম মুশতারী শফি, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০।

Chittagong Hill Tracts : শরবিন্দু শেখর চাকমা, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম*, ঢাকা : অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬।

Chuadanga : রাজিব আহমেদ, *চুয়াডাঙ্গা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮।

Comilla : আবুল কাশেম হৃদয়, *মুক্তি সংগ্রামে কুমিল্লা*, ঢাকা: কাশবন মুদ্রায়ণ, ২০০০।

Cox's Bazar : কামরুল হাসান (সম্পা.), *বিজয় স্মারক ২০১১*, জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার, ২০১১।

Dhaka : মোজাম্মেল হোসেন রতন, *মুক্তিযুদ্ধ: মোহাম্মদপুর ও ধানমণ্ডি*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১১।

মোজাম্মেল হোসেন রতন, *মুক্তিযুদ্ধ: মিরপুর*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

মোহিত উল আলম ও আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।

রতনলাল চক্রবর্তী (সংকলন ও সম্পাদনা), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা : ১৯৭১, জগন্নাথ হল*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০।

সেলিনা হোসেন, *একাত্তরের ঢাকা*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৯।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকায় গেরিলা অপারেশন*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০২।

Dinajpur : মোহাম্মদ সেলিম, দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০১১।

আজহারুল আজাদ জুয়েল, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর দিনাজপুর*, দিনাজপুর সুবচন, ২০০৪।

এম. এ. কাফি, *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর*, দিনাজপুর : অংকুর প্রকাশনী, ১৯৯৬।

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪।

Faridpur : আবু সাঈদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর*, ঢাকা: সাহিত্য বিকাশ, ২০০৭।

মো. সোলায়মান আলী, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ফরিদপুর*, ঢাকা : গ্রন্থকার, ১৯৯০।

Feni : শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০০৮।

Gaibandha : (ড.) মো. মাহবুবর রহমান, *একাত্তরে গাইবান্ধা*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৫।

Gazipur : বিলু কবীর, *গাজীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১০।

Gopalganj : (ড.) তপন বাগচী, *মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৭।

Habiganj : মাহফুজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

শেখ ফজলে এলাহী, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলা*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১১।

Jamalpur: রজব বকশী, *জামালপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

Jessore : রুকুনউদ্দৌলাহ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯।
ড. মো. আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১০।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, ঢাকা : ইউনিয়ন পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

Jhalkathi : নকিব ফিরোজ, *ঝালকাঠি জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৭।

Jhenaidaha : অধ্যক্ষ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝিনাইদহ*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৩।

Joypurhat : আবুল কাসেম (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, জয়পুরহাট: জেলা প্রশাসন, ১৯৯৯।

Khagrachhari : আলোড়ন খীসা, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস খাগড়াছড়ি জেলা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১৭।

Khulna : গৌরাঙ্গ নন্দী, *বৃহত্তর খুলনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৬।

ড. শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুলনা জেলা*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৮।

মোল্লা আমীর হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে খুলনা*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০৯।

Kishoreganj : জাহাঙ্গীর আলম জাহান, *কিশোরগঞ্জ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১১।

Kurigram : মেজর মুহম্মদ শামসুল হক, *মুক্তি সংগ্রামে কুড়িগ্রাম*, (উত্তর রণাঙ্গন), ঢাকা: চিত্র প্রকাশনী, ২০১০।

Kushtia : শামসুল হুদা, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও কুষ্টিয়া*, কুষ্টিয়া : আনজিয়া বানু, ১৯৯০।

মো. আব্দুল হান্নান, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কুষ্টিয়া*, ঢাকা : পূর্ব প্রকাশনী, ১৯৯২।

Lakshmipur : নাজিম উদ্দীন মাহমুদ, *লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১২।

Lalmonirhat : বাদল সাহা শোভন, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস লালমনিরহাট জেলা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১৭।

Madaripur : বেনজীর আহম্মদ টিপু, *মুক্তিযুদ্ধে মাদারীপুর*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৪।

Magura: জাহিদ রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে মাগুরার শত শহীদ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশন, ২০১৫।

Manikganj : আবদুস সালাম, *হৃদয়ে বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধে মানিকগঞ্জ*, ঢাকা : এম.এস. প্রকাশনী, ২০০৫।

লাভলী ইয়াসমিন রুমী, *মুক্তিযুদ্ধে মানিকগঞ্জ*, ঢাকা : আলপনা প্রকাশনা, ২০১২।

Maulavibazar : মোস্তফা সেলিম, *মুক্তিযুদ্ধে বড়লেখা*, ঢাকা : ইৎসব প্রকাশন, ২০১৪।

আশফাক হোসেন, *মৌলভীবাজারে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : সৈয়দ মফচ্ছিল আলী, ১৯৯৭।

Meherpur : কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *মুক্তি সংগ্রামে মেহেরপুর*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৬।

রাজিব আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগরের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮।

রফিকুর রশীদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০।

রফিকুর রশীদ, *মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

Munshiganj : মুহাম্মদ জহুরুল আলম বিমল (সম্পা.), *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ২০০৮।

Mymensingh : সোহেল মাজহার, *ময়মনসিংহ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা : গতিধারা, ২০১৩।

সোহেল মাজহার, *মুক্তিযুদ্ধে গফরগাঁও*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১০।

মুহাম্মদ আব্দুস শাকুর, ময়মনসিংহে একাত্তর, ঢাকা : ইউপিএল, ২০০০।

Naogaon : মোজহুরুল ইসলাম, *আমাদের স্বাধীনতা*, নওগাঁ : গ্রন্থকার, ২০০২।

Narail : মহসিন হোসাইন, *নড়াইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

Narayanganj : রণজিত কুমার, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস নারায়ণগঞ্জ জেলা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১৭।

Narsindi : এস.এম. শাহান শাহ শাহীন, *৭১-এর প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী*, ঢাকা: লাবনী।

মুহাম্মদ ইমাম উদ্দিন, *নরসিংদী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা : কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ২০০৮।

Natore : সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

Nawabganj (Chapai Nawabganj) : ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১২।

কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *মুক্তির সংগ্রামে চাঁপাইনবাবগঞ্জ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১।

মো. এনামুল হক, *চাঁপাইনবাবগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩।

Netrokona : আলী আহাম্মদ খান আইয়োব, *নেত্রকোণা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৪।

Nilphamari : মো: আল আমিন রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ ও একাত্তরের নীলফামারী*, ২০১৮।

Noakhali : এ. কে. এম. গিয়াস উদ্দিন মাহ্মুদ, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৫।

Pabna : সাইদ হাসান দারা, *মুক্তিযুদ্ধ পাবনা (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা)*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১২।

মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, *পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯।

Panchagar : ড. নাজমুল হক, *পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৬।

Patuakhali : মুজাহিদুল ইসলাম প্রিন্স, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস পটুয়াখালি*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১৭।

Pirojpur : কায়সার ফিরোজ, *পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৪।

হুমায়ুন রহমান, *পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা : আপন প্রকাশ, ২০১৪।

Rajbari : মো. আব্দুস সাত্তার, *রাজবাড়ীর মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : শহীদ আব্দুল হাকিম ট্রাস্ট, ২০০৮।

Rajshahi :আমানুল্লাহ্ আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস : অবরুদ্ধ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৮।

আমানুল্লাহ আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের শহীদ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, ১৯৮৭।

মনসুর আহমদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *রাজশাহী ১৯৭১ : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা, ২০১২।

মো. এনামুল হক, *রাজশাহীতে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৬।

মো: মোকলেসুর রহমান, স্বাধীনতাত্তোর রাজশাহী, রাজশাহী: ২০০৭।

হাফিজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ '৭১: শিরায় শিরায় আগুন*, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৬।

Rangamati : মৃত্তিকা চাকমা, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস রাঙামাটি জেলা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১৭।

Rangpur : মুকুল মোস্তাফিজ, *মুক্তিযুদ্ধে রংপুর*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১১।

কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *রংপুরের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪।

Satkhira : গাজী শাহজাহান সিরাজ, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস সাতক্ষীরা জেলা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১৭।

Shariatpur : মো: দিদারুল ইসলাম, *স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে শরীয়তপুর*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৩।
মফিজুল ইসলাম, *গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ শরীয়তপুরের যুদ্ধকাহিনি*, ২০১৬।
Sherpur : আল জাবির, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস শেরপুর জেলা*, ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০১৭।
Sirajganj : মাহফুজা হিলালী, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস সিরাজগঞ্জ জেলা*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ২০১৭।
Sunamganj : বজলুল মজিদ খসরু, *রক্তাক্ত ৭১ সুনামগঞ্জ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২।
মোহাম্মদ আলী ইউনুস, *মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ*, সুনামগঞ্জ : মুক্তিসংগ্রাম স্মৃতি ট্রাস্ট, ১৯৯০।
Sylhet : তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের যুদ্ধকথা*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯।
Tangail : মোঃ হাবিবউল্লাহ্, *টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।
শফিউদ্দিন তালুকদার, *মুক্তিযুদ্ধে ভূঞাপুর*, ঢাকা : শিরিন পাবলিকেশন্স, ২০০৭।
Thakurgaon : মোহাম্মদ এমদাদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও*, ঢাকা : জনপ্রিয়, ২০১২।
Sundarban : মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন*, ২০১৭।
শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১১।

৭.(১৭) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা (আরও দ্রষ্টব্য : (৭.(৫) মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো, মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধ)

আকবর হোসেন, মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী, মাগুরা : আকবর প্রকাশন, ১৯৯৬।
আতাউর রহমান খান, *অবরুদ্ধ নয় মাস*, ঢাকা : মোহনা প্রকাশনী, ১৯৯১।
আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭
আনোয়ার উল আলম শহীদ, *একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯।
আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

আবুল হোসেন খোকন, *জনযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১২।
আমিনুন্নেছা খাতুন, একাত্তরের স্মৃতি কথা, ২০১৪।
আমিন আহমেদ চৌধুরী, *১৯৭১ ও আমার সামরিক জীবন*, ঢাকা : প্রথম, ২০১৬।
আমীরুল ইসলাম (সম্পা.), *আমার বাবা : শহীদ বুদ্ধিজীবী সন্তানদের স্মৃতিকথা*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯১
আশরাফ কায়সার, মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা সেক্টর কমান্ডাররা বলেছেন, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৬।
এ. কে. খন্দকার, *১৯৭১ : ভেতরে বাইরে*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪।
কাজী নূর-উজ্জামান, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা*, ঢাকা : অবসর, ২০০৯।
কাজী আ. সালাম ভুঁইয়া বীর প্রতীক, *যুদ্ধের স্মৃতিকথা*, ময়মনসিংহ, ২০১১
জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
জিয়াউদ্দিন (মেজর অব.), *মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলি*, ঢাকা : মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশনী, ১৯৯৩।
ড. বেলায়েত হুসাইন, একাত্তর স্মরণে, ১৯৯৮।
নাজনীন বেগম, ৭১ ও আমার মুক্তিযুদ্ধ।
নাজিম মাহমুদ, যখন ক্রীতদাস: স্মৃতি ৭১, ১৯৯৫।
নার্গিস ইসলাম নাজমা, পরবাসে ৭১।
বাসন্তী গুহঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি*, ঢাকা ; ইউ.পি.এল. ২০০০
মো. রফিক, *অব্যক্ত ব্যথা*, ঢাকা ; কসমিক মিডিয়া, ২০০৬
মোহাম্মদ নূরুল কাদের, *একাত্তর আমার*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *স্মৃতি ১৯৭১ : ১১ খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮-১৯৯৮
শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, ঢাকা : একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯৬
শাহ আবু রেজা, *৭ নং সেক্টর মুক্তিযোদ্ধার ডাইরী*, নওগাঁ, ১৯৯৫
সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ১৯৮৯
সেখ ইসমাইল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ ও এক কিশোরের দিনলিপি*, ঢাকা : আলোঘর প্রকাশন, ২০১৬
স্মতিকথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : যুদ্ধপরিস্থিতি ও মানবিক সংকট, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০।
Biswas, Sukumar, *History from Below 1971 :* Accounts of Participants and Eyewitnesses, Dhaka : Muktijuddha Gabeshana Kendra, 2007.

Huq, Farida, *Journey Through 1971*, My story, 2004.
Nooruzzaman, Quazi, *A sector Commander Remembers Bangladesh Liberation War 1971*, Dhaka: The University Press Limited, 2011.
Rahman, Mustafizur, Blood and fire : *The Untold of Bangladesh's war of Independence*, 1990.

৭.(১৮) মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার দোসরদের অত্যাচারের ও নির্যাতনের আলোক চিত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিতে প্রতিহত করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও অন্যান্য গণমাধ্যমের কর্মীগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনী, রাজাকার, আলবদর ও দালালদের অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ও বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞের অসংখ্য আলোকচিত্র তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ছবি, শরণার্থীদের ভারত গমন ও শরণার্থী শিবিরের ছবি ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব মূল্যবান ও ঐতিহাসিক আলোকচিত্র গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। এখানে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হলো:

অভীক সরকার, *বাংলা নামে দেশ*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭২।
আফতাব আহমেদ, *বাঙালীদের মুক্তির সংগ্রাম (১৯৯৩)*।
আফতাব আহমেদ, *আমরা তোমাকে ভুলবো না (১৯৯৪)*।
এম.আর. আকতার মুকুল (সম্পাদিত), *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ১৬তম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ০৫ ১৯৮৭।
এম.এ.বারী, *রক্তাক্ত জন্মের স্মৃতি*, ঢাকা : বর্ণমালা প্রকাশনী, ১৯৯০।
মুনতাসীর মামুন এবং হাশেম খান, *ঢাকা ১৯৪৮-১৯৭১*।
মুনতাসীর মামুন এবং আবুল হাসনাত, *ঢাকা ১৯৭১*।
শ্যামল পাল, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ*।
সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ*, প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

৭.(১৯) উপন্যাস, ছোটগল্প, ছড়া-কবিতা, নাটক-সঙ্গীত এবং লোকগাঁথায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের নানান ঘটনা নিয়ে উপন্যাস, ছোটগল্প, ছড়া-কবিতা, নাটক সঙ্গীত ইত্যাদি রচিত হয়েছে। এগুলোও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান। এ. কে. এম. নাসিমুল কামাল রচিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি*'তে ২৮২টি উপন্যাস, ৩২২টি ছোটগল্প, ২৯২টি কবিতা, ছড়া, সঙ্গীত, ৪৩৪টি কিশোর সাহিত্য এবং ২৪৯টি নাটক সমগ্র-এর তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা নমুনা হিসেবে কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করছি।

উপন্যাস

আনোয়ার পাশা, *রাইফেল রুটি আওরাত*, ঢাকা: বর্ণ মিছিল, ১৯৭৩
আলী ইমাম, *রক্ত দিয়ে কেনা*, ঢাকা : বিউটি বুকস হাউস, ১৯৮৮।
ইমদাদুল হক মিলন, *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস*, ঢাকা: পল্লব প্রকাশনী, ১৯৮৮
জাহানারা ইমাম, *জীবন মৃত্যু*, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশনী, ১৯৮৭।
বিপ্রদাস বড়ুয়া, *বীরঙ্গনার প্রেম*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৭
মুনতাসীর মামুন, *জয়বাংলা*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০৯।
রাবেয়া খাতুন, *মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী*, ঢাকা: সব্যসাচী, ১৯৮৬
শওকত ওসমান, *ঘেরাও*, ঢাকা : ধানশীষ, ১৯৭৩।
শওকত ওসমান, *দুই সৈনিক*, ঢাকা : ধানশীষ, ১৯৭৩।
শওকত ওসমান, *নেকড়ে অরণ্য*, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩৮০ (বাংলা সন)।
শওকত ওসমান, *জন্ম যদি তবে বঙ্গে*, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৪।
শওকত ওসমান, *জাহান্নাম থেকে বিদায়*, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৭।
সেলিনা হোসেন, *যাপিত জীবন*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৮
সেলিনা হোসেন, *হাঙ্গর নদী গ্রেনেড*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬
সৈয়দ শামসুল হক, *স্মৃতিসৌধ*, ঢাকা, ১৯৮৬।
হুমায়ুন আহমদ, *আগুনের পরশমনি*, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৮৮।
হুমায়ন আহমদ, *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সংগ্রহ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৯।

ছোটগল্প

মুহম্মদ নূরুল হুদা ও মুনতাসীর মামুন, *হে স্বদেশ*, (গল্প সংকলন), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৭৮।
হারুন হাবিব (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প*, ঢাকা: নওরোজ, ১৯৮৫।

কবিতা ও ছড়া

আখতার হোসেন (সম্পা.), দুই বাংলার মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৫।
আবুল হাসনাত (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, ঢাকা : সন্ধানী, ১৩৯০।
আবুল হাসনাত ও আসাদুজ্জামান, শহীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ, ঢাকা : আবদুল মান্নান খান, ১৩৯১ (বাংলা সন)।
নির্মলেন্দু গুন, *মুজিব লেনিন ইন্দিরা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৫।

লুৎফর রহমান লিটন ও আমীরুল ইসলাম, *রাজাকারের ছড়া*, ঢাকা: মোহনা, ১৯৯০।
শামসুর রহমান, *বন্দী শিবির থেকে*, চট্টগ্রাম, বইঘর, ১৯৮৬।

সঙ্গীত ও নাটক

আলাউদ্দিন আল আজাদ, *নরকে লাল গোলাপ*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪।
আলাউদ্দিন আল আজাদ, *নিঃশব্দ যাত্রা*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭২।
কল্যাণ মিত্র, *জল্লাদের দরবারে*, ঢাকা: সাহিত্য কুটির, ১৯৭৩।
নাসির উদ্দিন ইউসুফ, *একাত্তরের পালা*, ঢাকা: গ্রাম থিয়েটার, ১৩৯৬।
সেলিম রেজা, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৮।

৭.(২০) ডকুমেন্টারি এবং ফিল্ম

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ফিল্ম ডিভিশন ও ইনফরমেশন ডাইরেক্টরেট কয়েকটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে দুইজন খ্যতিমান ফিল্ম নির্মাতা জনাব জহির রায়হান ও জনাব আলমগীর কবীর কয়েকটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেন। জহির রায়হান নির্মাণ করেন 'Stop Genocide' এবং 'A State is Born', আলমগীর কবির নির্মাণ করেন 'Liberation Fighters', বাবুল চৌধুরী তৈরি করেন 'Innocent Millions'। এসব ফিল্মের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতম গণহত্যা ও অন্যায় ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়। তাছাড়া শরণার্থীদের দুঃসহ জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন গেরিলা অপারেশন ইত্যাদি প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের মানুষের কাজে সত্য হয়ে উঠে। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি উঠানো অনেক ঝুঁকি ছিল, কিন্তু চিত্র নির্মাতাগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সেকাজ করেছেন। আলমগীর কবীর যুদ্ধক্ষেত্রে শুটিং করতে যেয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের প্রায় ৫৫,০০০ ফুট দীর্ঘ ছবি উঠিয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' নামক পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েকজন ভারতীয় চিত্র নির্মাতাও কয়েকটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন, যেমন শুকদেব বসু নির্মাণ করেন 'Nine Months to Freedom', দূর্গা প্রসাদ নির্মাণ করেন 'Duranta Padma', আইএস জোহর নির্মাণ করেন 'Joi Bangladesh'। মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে গীতা মেহতা নির্মাণ করেন 'Dateline Bangladesh', জাপানে মনিষ ও সীমা তৈরি করেন 'Bangladesh Story'। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশি টিভি চ্যানেল যেমন BBC, NBC, French TV ইত্যাদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরি করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অব্যাহতি পরে আলমগীর কবীর নির্মাণ করেন 'Programme in Bangladesh এবং 'Long March to Sonar Bangladesh'। উভয় ডকুমেন্টারী ২০ মিনিট সময়ের।

গত ৫০ বছর যাবত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে সকল সিনেমা ও ডকুমেন্টারি তৈরি হয়েছে তার একটি তালিকা আগ্রহী পাঠকের জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

চাষী নজরুল ইসলাম, ওরা এগারজন (১৯৭২)
সুভাস দত্ত, অরুনোদয়ের অগ্নীসাক্ষী (১৯৭২)
মমতাজ আলী, রক্তাক্ত বাংলা (১৯৭২)
আনন্দ, বাঘা বাঙ্গালী (১৯৭২)
ফখরুল ইসলাম জয়বাংলা (১৯৭২)
আলমগীর কুমকুম, আমার জন্মভূমি (১৯৭৩)
খান আতাউর রহমান, আবার তোরা মানুষ হ (১৯৭৩)
আলমগীর কবির, ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩)
চাষী নজরুল ইসলাম, সংগ্রাম (১৯৭৩)
মমতাজ আলী, বাংলার ২৪ বছর (১৯৭৪)
আনন্দ, কার হাসি কে হাসে (১৯৭৪)
নারায়ণ ঘোষ মিতা, আলোর মিছিল (১৯৭৪)
হারুন অর রশিদ, মেঘের অনেক রং (১৯৭৬)
শহিদুল হক খান, কলমিলতা (১৯৮১)
এ. জে. মিন্টু, বাঁধনহারা (১৯৮১)
মতিন রহমান, চীৎকার (১৯৮২)
মোরশেদুল ইসলাম, আগামী (১৯৮৪)
মোস্তফা কামাল, প্রত্যাবর্তন (১৯৮৬)
এনায়েত করিম বাবুল, চাকিজ (১৯৮৬)
এনায়েত করিম বাবুল, পতাকা (১৯৮৬)
খান আখতার হোসেন, দুরন্ত (১৯৮৯)
হাবিবুল ইসলাম, বখাটে (১৯৮৯)
দিলদার হোসেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা (১৯৯০)
আবু সাইয়িদ, ধূসর যাত্রা (১৯৯২)
নাসির উদ্দিন ইউসুফ, একাত্তরের যিশু (১৯৯৩)
হুমায়ুন আহমেদ, আগুনের পরশমনি (১৯৯৪)
তারেক মাসুদ এবং ক্যাথারিন মাসুদ, মুক্তির গান (১৯৯৫)

তানভির মোকাম্মেল, নদীর নাম মধুমতি (১৯৯৬)
খান আতাউর রহমান, এখনো অনেক রাত (১৯৯৭)
চাষী নজরুল ইসলাম, হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৯৭)
তারেক মাসুদ, মুক্তির কথা (১৯৯৮)
হুমায়ুন আহমেদ, শ্যামল ছায়া (২০০৪)
তৌকির আহমেদ, জয় যাত্রা (২০০৪)
চাষী নজরুল ইসলাম, মেঘের পরে মেঘ (২০০৪)
চাষী নজরুল ইসলাম, ধ্রুবতারা (২০০৬)
শহিদুল ইসলাম খোকন, লাল সবুজ (২০০৫)
কাওসার চৌধুরী, সেই রাতের কথা বলতে এসছি (২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র)
মিলি রহমান ও খিজির হায়াৎ খান, অস্তিত্বে আমার দেশ
মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী, স্পার্টাকাস'৭১
মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
মোরশেদুল ইসলাম, শরৎ'৭১
মোরশেদুল ইসলাম, খেলাঘর (২০০৬)
মোরশেদুল ইসলাম, আমার বন্ধু রাশেদ (২০১১)
মোরশেদুল ইসলাম, সূচনা
নাসির উদ্দিন ইউসুফ, গেরিলা (২০১১)
তানভির মোকাম্মেল, রাবেয়া (২০০৮)
মোরশেদুল ইসলাম, আগামী
মোরশেদুল ইসলাম, চাকা
শামীম আখতার, শিলালিপি
শামীম আখতার, ইতিহাস কন্যা
ড. মাহফুজুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
তারেক মাসুদ ও ক্যাথারিন মাসুদ, মাটির ময়না
বাদল রহমান, ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ
রোকেয়া প্রাচী, বায়ান্ন'র মিছিল
চাষী নজরুল ইসলাম, সংগ্রাম
রুবাইয়াৎ হোসেন, মেহেরজান (২০১১)
কবরী সারোয়ার, একাত্তরের মিছিল
মান্নান হীরা, একাত্তরের রংপেন্সিল
দেবাশীষ সরকার, শোভনের একাত্তর
তারেক মাসুদ, নরসুন্দর

গ্রন্থ

কাবেরী গায়েন, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লি., ২০১৩।
খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্র*, ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১১।
শহীদুল হক খান, *মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্র: কলমীলতা কাহিনী ও নেপথ্য কাহিনী*, ঢাকা: নিউ শিখা প্রকাশনী, ২০০৯।

৭.(২১) চিত্রকলা, পোর্টেট, শহীদ স্মারক, ভাস্কর্য, ডাকটিকিট, লিফলেট, পোস্টার

মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত চিত্র, মুক্তিযোদ্ধার পোর্টেট এবং শহীদ স্মৃতি স্মারকে উৎকীর্ণ শহীদের তালিকা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এধরণের চিত্র, পোর্টেট, আলোকচিত্র, লিফলেট, পোস্টার, শহীদের স্মারকচিহ্ন ইত্যাদি বিভিন্ন জাদুঘরে, গ্রন্থাগারে, ক্লাবে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে পাওয়া যাবে। কিছু নামকরা পোস্টার ও চিত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো :

- কাইউম চৌধুরীর 'জয়বাংলা';
- কামরুল হাসানের পোস্টার 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে';
- জয়নুল আবেদীনের 'মুক্তিযোদ্ধা', 'বীরাঙ্গনা';
- রশিদ চৌধুরীর স্কেচ 'বাংলার বিদ্রোহ';
- শিল্পী এস.এম. সুলতানের 'দেয়ালচিত্র';
- শিল্পী হাশেম খানের 'অপেক্ষারত ১৯৭১';

কিছু লিফলেট-এর শিরোনাম, যেমন (১) করিমগঞ্জ বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির লিফলেট, (২) বাংলাদেশের সহায়তার জন্য প্রচারিত লিফলেট, (৩) বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির লিফলেট, (৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির লিফলেট, ইত্যাদি।

মুজিবনগর সরকার মোট ৮টি ডাকটিকিট বের করেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে। গণহত্যা ও শরণার্থী শিবিরের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ডাকটিকিট বের করা হয়েছে। এসব মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে মানুষের মনে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য সারাদেশে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ। এসব বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন :

ঢাকা : জাতীয় স্মৃতিসৌধ (সাভার), বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভ (মিরপুর), শিখা অনির্বাণ (সেনানিবাস), রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ (ঢাকা); রাজশাহী : স্মৃতি অম্লান : ১৯৭১ (ভদ্রার মোড়), সাবাশ বাংলাদেশ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়);

রংপুর : প্রজন্ম; চট্টগ্রাম : বিজয় বাংলা, ফয়েজলেক স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিফলক (সেনানিবাস); দিনাজপুর : সূর্য সৈনিক; সৈয়দপুর : স্মৃতিসৌদ্ধ; পাবনা : দুর্জয় পাবনা, পুলিশ প্যারেড স্মৃতিসৌধ; কুমিল্লা : শহীদ সমাধি (কুমিল্লা সেনানিবাস); যশোহর : শহীদ স্মৃতিফলক (সেনানিবাস); মেহেরপুর : মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ; সিলেট : স্মৃতিস্তম্ভ, স্মারকবেদি; ময়মনসিংহ : মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ; কিশোরগঞ্জ : দুর্জয়।

৭.(২২) মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ডায়েরি, চিঠিপত্র

এগুলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যুদ্ধের সময় লিখিত মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সমর্থক এবং এমনকি মুক্তিযোদ্ধার বিরোধীতাকারীর ডায়েরি ও চিঠিপত্র এবং পরবর্তীকালে লিখিত স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী ইত্যাদি থেকে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যুদ্ধকালীন চিঠিপত্রের উল্লেখ অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন:

রশীদ হায়দার ও অন্যান্য (সম্পা.), *একাত্তরের চিঠি*, ঢাকা: প্রথম, ২০০৯। গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠির সংকলন গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মোট ৮১টি চিঠি সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি চিঠি ইংরেজিতে লেখা। অধিকাংশ চিঠিই মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক তাঁর মাকে লেখা। চিঠিগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন :

'জনযুদ্ধ' কথাটির সূত্রেই আমরা একাত্তরের চিঠির চিঠিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব বেশির ভাগ চিঠিই লিখেছেন তরুণ যোদ্ধারা; অল্পশিক্ষিত যুবক, স্কুল-কলেজের ছাত্র। লক্ষ্য করেছি, প্রায় সব চিঠি-লেখক যোদ্ধা যুদ্ধে গেছেন দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা ও গ্ল্যানি মোচনের লক্ষ্যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে। তাঁদের আগে থেকে কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি নেই, প্রশিক্ষণ নেই; এমনকি অনেকে সামান্য গাদাবন্দুক কী, তাও জানেন না। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কতটা মারাত্মক, তা না জেনে, যুদ্ধে অংশ নিয়ে যখন বুঝতে পারেন এ এক অসম যুদ্ধ; তখন কী বিস্ময়, রণে ভঙ্গ না দিয়ে তাঁরা আরও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি যোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন প্রথামাফিক; অনিয়ম যোদ্ধারা লড়াই করেছেন প্রাণের আবেগকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বানিয়ে। এবং এই আবেগের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে প্রকাশিত বেশির ভাগ চিঠিতে। উদাহরণ দেওয়া যাক; ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ১০ দিন পর, 'তোমারই হতভাগা ছেলে' এ বি এম মাহবুবুর রহমান (সুফী) যখন লেখেন, 'মাগো, তুমি যখন এ পত্র পাবে, আমি তখন তোমার থেকে অনেক অনেক দূরে থাকব। মা, জানি তুমি আমাকে যেতে

দিবে না, তাই তোমাকে না বলে চলে যাচ্ছি। তবে যেদিন মা-বোনের ইজ্জতের প্রতিশোধ এবং এই মাতৃভূমি সোনার বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে পারব, সেদিন তোমার ছেলে তোমার কোলে ফিরে আসবে। দোয়া করবে মা, আমার আশা পূর্ণ হয়', তখন কে রোধে সেই অপ্রতিরোধ্য দেশপ্রেমিককে?

ওই সালের এপ্রিলেরই ৪ তারিখে শহীদ জিন্নাত আলী খান 'মা'কেই লিখেছেন :

> 'মা, আমার সালাম গ্রহণ করবেন। পর সংবাদ, আমি আপনাদের দোয়ায় এখনো পর্যন্ত ভালো আছি। কিন্তু কত দিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার মতো অনেক জিন্নাহর প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন না, মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে দিয়ে যদি আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দেবে যে বাঙালি এখনো মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করে না।'

উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন 'মা রাহেলা খাতুন'- এর 'হতভাগ্য ছেলে খোরশেদ'-এর ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে লিখিত চিঠিটির :

> 'মা
> দোয়া করো। তোমার ছেলে আজ তোমার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চলেছে। বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী আজ তোমর সন্তানদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে তোমার সন্তানদের ইজ্জতের ওপর আঘাত করেছে, সেখানে তো আর তোমার সন্তানেরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আজ তোমার হাজার হাজার বীর সন্তানেরা বাঁচার দাবি নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তোমার নগণ্য ছেলে তাদের মধ্যে একজন'।

এই সংকলন গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়।

৭.(২৩) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনগাঁথা

আনোয়ার শাহজাহান, সিলেটের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, ২০১৮।
আহসান হাবিব, *সিরিজ ২- বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৪।
আহসান হাবিব, *সিরিজ ৩- বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৪।

আহসান হাবিব, *সিরিজ ৪- বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৪।
আহসান হাবিব, *সিরিজ ৫- বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৪।
আহসান হাবিব, *সিরিজ ৬- বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৪।
আহসান হাবিব, *সিরিজ ৭- বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৪।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপটেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি হামিদুর রহমান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুরের দেশে ফেরা*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৩।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *The Return of a Hero*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০০৯।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *শহিদ আশফাকুস সামাদ বীর-উত্তম*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০০৮।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *ইউ.কে. চিং বীরবিক্রম আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১০।
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *সিরিজ ১- বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর*, ঢাকা: শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ২০১৬।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর উদ্যোগে প্রণীত ও প্রকাশিত *একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাঁথা : খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ*, ২০১২।
মতিউর রহমান, একাত্তরের বীরযোদ্ধা খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০১৩।

মুনতাসীর মামুন, *ভিনদেশিদের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ২০১৯।
মোহাম্মদ লুৎফুল হক, *স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব*, ঢাকা, ২০০৭।
সেরাজুম মনিরা মিতা, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বীর শ্রেষ্ঠগণ*, ঢাকা : দি স্কাই পাবলিশার্স, ২০১২।

৭.(২৪) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পিএইচডি ও এম.ফিল থিসিস

(ক) পিএইচডি থিসিস

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু পিএইচডি ও এম.ফিল গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এখানে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কিছু থিসিসের তালিকা (গবেষকের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী) প্রদত্ত হলো—

- এ.এইচ.এম. মাহবুবর, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র : রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ*। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- এ.কে.এম. কুতুবউদ্দিন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনায় মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা। সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।
- এ.কে.এম জসীমউদ্দীন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া : তুলনামূলক পর্যালোচনা*। ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।
- দিব্যদ্যুতি সরকার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা : প্রেক্ষাপট, ব্যবস্থাপনা ও ভূ-রাজনীতি*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- পরিমল চন্দ্র বর্মণ, *বাংলাদেশের উপন্যাস : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ*। বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
- ফারজানা সিদ্দিকা, *বাংলাদেশের নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস : দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*। বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- ফাহিমা খাতুন, *সাতক্ষীরা জেলায় আন্দোলন, সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৪৭-১৯৭১; একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- বিদ্যুৎজোতি সেন শর্মা, *বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

– বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম (১৯৪৭-১৯৭১) : সাংস্কৃতিক ধারা*। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
– মীর ফেরদাউস হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে আনসার ও ভিডিপি'র ভূমিকা*। ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
– মো. আখতারুজ্জামান, *৬নং সেক্টরভুক্ত অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
– মো. আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : বৃহত্তর যশোর জেলা*। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
– মো. আবু সাইয়ীদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা : কূটনৈতিক যুদ্ধ*। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
– মো. কামাল হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও উন্নয়নে তাজউদ্দীন আহমদ : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন*। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
– মো. ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ*। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
– মো. মোজাম্মেল হোসেন বকুল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে জনযুদ্ধের উপস্থাপন*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।
– মো. মোস্তফা কামাল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রেক্ষিত রাজশাহী জেলা*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
– মো. হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
– মো. শাহাদাৎ হোসেন সিকদার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং সশস্ত্র বাহিনী : একটি ভূ কৌশলগত সমীক্ষা*। ভূগোল বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
– মোসা. নূরে এলিস আকতার জাহান, *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও ভাষা বিশ্লেষণ (১৯৭১-২০০০)*। বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।
– মোস্তফা শরীফ আনোয়ার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য*। চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।
– মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী জেলা: জনসাধারণের অংশগ্রহণ*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।
– মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম : গতি ও প্রকৃতি*। ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
– মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ১৯৭১-১৯৯৯*। বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
– মোহাম্মদ মাহমুদ ইকবাল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা*। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
– মুন্সী মুনজুরুল হক, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
– শহীদ কাদের চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।
– শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
– Das, Chaity. Memorilization of Liberation War of Bangladesh. Dept. of English, JNU, New Delhi, 20013.
– Goutom, Sunanda. *Mass Media and Public Opinion : A Case Studz of All India Radio in the Context of Bangladesh Crisis*. Dept. of Political Science, University of Rajastan, Jaipur, 1981.
– Hossain, Md. Sarwar, *Liberation War of Bangladesh, 1971* (A Studz on the Ahmed Struggle : 25 March to 16 December, Ph.D. Thesis, Department of History, University of Dhaka, 2016G
– *Oil* Ahmad. *Revolution, Military Personnel and the War of Liberation in Bangladesh*. School of Social Science and Law, Oxford Brookes University, 2003.

– Shah, Abdul-Hadi. *Civil War and International Intervention : The 1971 Indo-Pakistan Crisis*. Faculty of International Relation, Claremount Graduate School, Michigan, 1974.
– Solaiman, Muhammad. *Leadership of Sheikh Mujibur Rahman*. South Asian Studies Centre, Jaipur, 1988.

(খ) এম.ফিল থিসিস

– আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ*। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
– আসমা পারভীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ১৯৭১, নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*। সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
– এ. কে. এম. রবিউল আলম, *মুক্তিযুদ্ধ ও মমতাজউদ্দীন আহমদের নাটক*। বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
– এ টি এম কাওছার হোসেন, *গণসঙ্গীত ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ*। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।
– কে. এম. আশরাফউদ্দিন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তাঞ্চলের পত্র-পত্রিকার ভূমিকা*। ইনস্টিটিউট অব হিউমিনিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
– কামরুন্নাহার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর পাবনা জেলা : ১৯৪৭-১৯৭১*। ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।
– দিব্যদ্যুতি সরকার, *মুক্তিযুদ্ধে মানবিক বিপর্যয় : প্রেক্ষিত খুলনা জেলা*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
– নূরে নাসরীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত তথ্যের মূল্যায়ন*। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।
– মাধুরী রানী, *মুক্তিযুদ্ধে ঝিনাইদহ : প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা অর্জন*। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
– মিঠুন কুমার সাহা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০।
– মীর ফেরদৌস হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে মানিকগঞ্জ*। ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
– মো. আবদুস ছাত্তার, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা*। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
– মো. আসাদুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের রূপ ও শিল্পসাফল্য*। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
– মো. কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাত্ত বিশ্লেষণ : বিভিন্ন পেশার লেখকের নির্বাচিত রচনা*। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
– মো. ইবাদুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে জেনারেল ওসমানী কর্ম ও জীবন*। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
– মো. হাবিবউল্লাহ্ বাহার, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলা*। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।
– মো. ইউসুফ ইকবাল নুরী, *স্বাধীনতার উত্তর নাট্য সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ*। বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
– মো. জোহুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ : একটি পর্যালোচনা*। রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
– মোছা. খোদেজা খাতুন, *১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
– মোসাম্মৎ তাহমিনা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা*। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
– মোহাম্মদ আবু মোছা, *মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া : ১৯৭১*। ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
– মোহাম্মদ হায়দার আলী, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ছোটগল্প (১৯৭১-১৯৯০)*। বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।
– শেখ মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, *অবরুদ্ধ ঢাকার সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ : ১৯৭১*। ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
– সুদীপ্ত অয়ন হাননান, *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : প্রসঙ্গ ও শৈলী*। বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

– সৈয়দ মো. শাহান শাহ্, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরসিংদী*। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।
– মোল্লা আমীর হোসেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুলনা জেলা। ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
– মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবনে সিভিল সমাজের ভূমিকা ১৯৭৫-১৯৯০। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
– সোহেলী নার্গিস, *বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের রূপায়ণ*। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
– Sayed Mohammed Abdullah Chowdhury, *The Role of Mymensingh in the Autonomy and Liberation Movement of Bangladesh 1947-1971*. Department of History, Dhaka University, 2010.

৭.(২৫) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার তত্ত্ব, পদ্ধতি ও গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন

এ. কে. এম. নাসিমুল কামাল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা: বাংলা প্রকাশ, ২০১৪

আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৯১।

কাজী মুকুল (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের এক দশকের খতিয়ান*, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ২০০৬

মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগার এক বছরের কার্যক্রম (১৯৯৫-১৯৯৬), ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৬

মো: কামরুল হোদা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১২।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইগুলোর নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছেন ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন—

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বেশিরভাগ বই-ই বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণ বিশেষ নেই বললেই চলে। স্মৃতিচারণ বা ধারাবিবরণীমূলক বইয়ের সংখ্যা প্রচুর। স্মৃতিচারণকারী বা ধারাবর্ণনাকারীর অধিকাংশই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন, প্রবাসী সরকার কিংবা প্রবাসে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা অনেকে স্মৃতি তুলে ধরেছেন

গ্রন্থাগারে। তাই এ বইগুলো থেকে সমকালীন রাজনীতি, যুদ্ধের অবস্থা, সাংগঠনিক দিকে বিবরণ ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তবে স্মৃতিচারণমূলক লেখার ক্ষেত্রে কিছুটা সচেতন থাকতে হয়। কারণ লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা পক্ষপাতের বিষয়গুলোও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আবার এ ধারার কিছু কিছু বইয়ের ব্যক্তিগত আবেদন যতোটা ফুটে উঠেছে বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক তথ্য ততোটা স্থান পায়নি। কোনো কোনো লেখকের নিজস্ব 'আমিত্ব' বা নিজস্ব ভূমিকার অতিরঞ্জন প্রকাশ প্রবণতাও লক্ষণীয়। কোনো কোনো বই একপেশে, ঘটনার বিবরণ পরিবেশনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের অভাবদুষ্ট। তবে স্মৃতিচারণমূলক বইগুলোর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে এবং সচেতনতার সঙ্গে গ্রহণ করলে মূল্যবান তথ্যাবলি পাওয়া যাবে।

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন মুনতাসীর মামুন। সেই ১৯৯১ সালেই মুনতাসীর মামুন উক্ত ভূমিকায় লিখেছিলেন—

'মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করা খানিকটা দুরূহ। কেননা, মুক্তিযুদ্ধের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে কম। মুক্তিযুদ্ধের অধিকাংশ বই-ই প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা। অথবা, মুক্তিযুদ্ধের সাধারণ ইতিহাস। সুতরাং প্রায় প্রতিটি বই-ই হচ্ছে বিভিন্ন খণ্ড বিষয়ের সমাহার। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হলো 'ক্রস রেফারেন্স'। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ এবং এ জন্য বেশ অর্থানুকূল্যও প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়া তা করা দুঃসাধ্য।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থগুলো- তা যেখান থেকে, যারা দ্বারাই রচিত হোক না কেন - মুক্তিযুদ্ধের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়। এসব গ্রন্থ- সংখ্যা কয়েক হাজার হতে পারে, তা' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অধিকতর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশের কোথাও কোনো একটি জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থগুলোর সামগ্রিক সংগ্রহ গড়ে উঠেনি। অনেক গ্রন্থ ইতোমধ্যে দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অনেক গ্রন্থই বইয়ের দোকান পর্যন্ত পৌঁছে না, কিংবা বলা যেতে পারে যে অনেক বইয়ের দোকান মুক্তিযুদ্ধের বই রাখে না। স্থানীয় পর্যায়ে যে বইগুলো রচিত ও প্রকাশিত হয় তা' জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে না। পত্র-পত্রিকাও সকল বইয়ের সংবাদ ছাপে না। বাংলাদেশের বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিতে মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের আলাদা কর্ণার প্রতিষ্ঠা করে বইয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকা দরকার। বাংলাদেশে কেবলমাত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। আশার কথা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, ছোট আকারের হলেও মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের সংগ্রহশালা গড়ে উঠছে।

উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে একথা বলা যায় যে, গত ৫০ বছর যাবত মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ধরণের দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংকলনের একটি প্রয়াস অব্যাহত আছে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, সংকলিত দলিলগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে প্রকাশিত মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরাখবর, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়-এর সংগ্রহই বেশি। সরকারি প্রশাসনের দলিলপত্রের সংগ্রহ কম। মুজিবনগর সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রমের নথিপত্র হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, কিন্তু তার বাহিরেও অনেক নথিপত্র থাকার কথা। মুক্তিবাহিনীর নিয়োগ, ট্রেনিং, ট্রেনিং ক্যাম্প, বিভিন্ন গেরিলা অপারেশন, মুক্তিযোদ্ধাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, মুক্তিযোদ্ধার তালিকা, সেক্টর কমান্ডার, সাব-সেক্টর কমান্ডার, কোম্পানি কমান্ডার প্রমুখের নথিপত্র ইত্যাদি কোথাও সংকলিত হয়নি। শরণার্থী শিবিরের কার্যক্রম, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত জোনাল অফিসের কার্যক্রম ইত্যাদি তথ্যও নাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়েছে ভারত থেকেই। মুক্তিবাহিনীতে নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং, শরণার্থী শিবির স্থাপন ইত্যাদি ভারতের মাটিতেই সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথবাহিনীর যুদ্ধে ভারতের প্রায় ৫,০০০ অফিসার ও সৈনিক জীবন দিয়েছেন। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের অধিকাংশযুদ্ধ নথি ভারতেই সৃষ্টি হয়েছিল। তার কিছুটা ২ খণ্ড গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। অবশিষ্ট বিশাল সংখ্যক দলিলপত্র কোথায় কী অবস্থায় আছে তা এখনো অজ্ঞাত। 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ' প্রকল্পের আওতায় যে সাড়ে তিন লক্ষ পৃষ্ঠা দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল তার মধ্যে প্রায় ৩,৩৫,০০০ পৃষ্ঠা এখনো গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত দলিলপত্রের মূল কপি কোথায় কী অবস্থায় আছে তা জানা সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধের কোন আরকাইভস নাই। জাতীয় আরকাইভসের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়নি।

এমতাবস্থায় দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র এক জায়গায় সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, কিংবা জাতীয় আরকাইভস সে দায়িত্ব পালন করতে পারে। আশার কথা মুনতাসীর মামুন কর্তৃক খুলনায় প্রতিষ্ঠিত 'গণহত্যা জাদুঘর ও আর্কাইভে' মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে।

তথ্য নির্দেশ

১ মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থ তালিকা দ্রষ্টব্য: আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী*, ঢাকা : মূলধারা, ১৯৯১; এ. কে. এম. নাসিমুল কামাল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা : বাংলা প্রকাশ, ২০১৪; মো. কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস : উৎস অনুসন্ধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২; কাজী মামুন হায়দায় (সংকলিত) *মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা : সঠিক গ্রন্থপঞ্জি*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১৫; হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন গ্রন্থপঞ্জি*, খুলনা : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৯; মুনতাসীর মামুন, "মুক্তিযুদ্ধের বই", *একুশের প্রবন্ধ '৯০*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ২২-৪১; মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি বই, মুজিবনগর/বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি বই, ভারত সরকার এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা দ্রষ্টব্য : মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ : একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০২১, পৃ. ৮১-১২০।

২ গ্রন্থপঞ্জির প্রণেতাগণ এই বিভাজন বিভিন্নভাবে করেছেন। আবু দেলোয়ার ১১টি শ্রেণীতে, মো. কামরুল হোদা ১১টি শ্রেণীতে, এ. কে. এম. নাসিমুল কামাল ১৭টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করেছেন। মুনতাসীর মামুন *মুক্তিযুদ্ধ : একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ* শীর্ষক গ্রন্থে কেবলমাত্র ১৯৭১ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থতালিকা উপস্থাপন করেছেন। হাসিনা আহমেদ তাঁর তালিকা একাত্তরের গণহত্যা নির্যাতনের ওপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থসমূহ ২৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। ভবিষ্যতে কেউ অন্যভাবে শ্রেণীকরণ করতেই পারেন।